www.BANGLAKITAB.com

পথভ্রষ্টকারী নামের প্রকাশ হয়। 'হাদী' এবং 'মুযেল্ল্' এই দুই প্রকারের গুণবাচক নামই আল্লাহ্ তা'আলার রহিয়াছে। এখন আপনারা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কুফরী এবং মন্দ কার্যের সৃষ্টিকর্তা হওয়া দুষণীয় নহে।

বন্ধুগণ! সূর্যের কৃতিত্ব এই যে, সে চন্দ্রকেও আলো প্রদান করে এবং আয়নাকেও প্রদান করে। আর আবর্জনা স্তূপেও সূর্যের আলো পৌঁছিয়া থাকে কিন্তু ইহাতে ময়লা স্তূপ হইতে কিংবা উহার দুর্গন্ধ যাইয়া সূর্যের গায়ে লাগে না। সে পূর্ববৎ পরিষ্কার এবং পবিত্রই থাকে। অপবিত্রতা আবর্জনা এবং ময়লার অস্তিত্ব পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়, সূর্য পর্যন্ত উহার কোন ক্রিয়া পৌঁছে না। এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলা কুফরী এবং পাপ কার্যের অস্তিত্ব দান করিয়াছেন, কিন্তু উহার অপবিত্রতা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তায় কোনই ক্রিয়া করিতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলার মহা গুণ এবং অনুপম কৃতিত্ব এই যে, যেখানে তিনি ঈমান এবং নেক কাজ সৃষ্টি করিয়াছেন সেখানে তিনি কুফর এবং মন্দ কাজও সৃষ্টি করিয়াছেন। মাওলানা রূমী (রঃ) নিজের বয়েতে এই কথাটিই বলিতেছেন:

کفر هم نسبت بخالق حکمت ست + و ربما نسبت کنی کفر آفت ست

"সৃষ্টিকর্তার সহিত সম্পর্কিত হইলে কুফরীও হেকমত বলিয়া গণ্য হয়। আর আমাদের সহিত কুফরীর সম্পর্ক স্থাপিত হইলে মহা বিপদ।" আরেফ শিরাযী বলেন:

در کارخانهٔ عشق از کفر نا گزیر ست + آتش کرا بسوزد گر بولهب نبا شد

"এশ্‌কের কারখানায় কুফরী অনিবার্য, 'আবু লাহাব' না হইলে অগ্নি কাহাকে দগ্ধ করিত?"

ইহার অর্থ এই যে,আবু লাহাব অর্থাৎ, খোদাদ্রোহী কাফের না হইলে আল্লাহ্ তা'আলার 'ক্রোধ-গুণের প্রকাশ কাহার উপর হইত? আর 'এশ্‌কের কারখানা' বলিতে এখানে দুনিয়া উদ্দেশ্য। কেননা, এই একমাত্র এশ্‌কের উদ্দেশ্যেই এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। নিম্নের কথাটি একথার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে:

كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف *

অর্থাৎ, আমি গুপ্ত-ভাণ্ডাররূপে ছিলাম, অতঃপর আমি পরিচিত হওয়া ভাল মনে করিলাম। অতএব, আমি পরিচিত হওয়ার জন্যই সৃষ্টকে সৃষ্টি করিয়াছি। কেহ কেহ ইহার অর্থ এরূপ বুঝেন যে, "এশ্‌কের মধ্যে সময় সময় কুফরী করারও প্রয়োজন হয়।" এই কারণেই কোন কোন আশেক শরীয়তবিরোধী কুফরী কালামও মুখে উচ্চারণ করিয়া ফেলেন এবং অনেক নিষিদ্ধ কাজও করিয়া ফেলেন। অতএব, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা মহা ভুল। যাঁহারা এই ভুল অর্থ গ্রহণ করেন তরিকা-ই মারেফাতের সহিত তাঁহাদের কোনই সম্পর্ক নাই। এই বয়েতটির সঠিক অর্থ তাহাই

www.BANGLAKITAB.com

যাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি। অর্থাৎ, এখানে এশ্‌কের কারখানা বলিতে ইহজগৎ বুঝান হইয়াছে। সারমর্ম এই যে, ইহজগৎ যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহের প্রকাশ ক্ষেত্র। খোদার অপর গুণ কাহ্হার এবং মুযেল্লও রহিয়াছে, সুতরাং ইহজগতে কুফরী প্রকাশ পাওয়ারও প্রয়োজন আছে। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহে পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবে না। "সুফীয়া-ই কেরাম" আল্লাহ্ তা'আলার কুফরী সৃষ্টি করার এই হেকমত বুঝিতে পারিয়াছেন। আরও একটি হেকমত যাহেরী এল্‌মের আলেমগণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তাহা এই যে, اَلْاَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِاَضْدَادِهَا "প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ উহার বিপরীত বস্তুর অনুধাবনে খুব স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।" অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে কুফরী ও মন্দ কার্যসমূহ এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন উহার প্রতি লক্ষ্য করিলে সৃষ্টির সম্মুখে ঈমান ও নেক কাজের প্রকৃত স্বরূপ পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে।"

দেখুন, যে ব্যক্তি কখনও অন্ধ দেখে নাই, শত চক্ষুবিশিষ্ট লোকের হাকীকত সে ব্যক্তি ভালরূপে বুঝিতে পারিবে না। এইরূপে যদি কেহ তম্‌সা ও অন্ধকার না দেখিয়া থাকে, সে আলোর মূল্য বুঝিতে পারে না। ইহা তো সুফিয়ায়ে কেরাম এবং যাহেরী ওলামায়ে কেরামের বর্ণিত হেকমত। ইহা ছাড়া আরও অনেক হেকমত থাকিতে পারে যাহা আল্লাহ্ তা'আলাই অবগত আছেন। ফলকথা, ইহাতে সাব্যস্ত হইল যে, সৃষ্টির ও প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কুফরী এবং নাফরমানী সৃষ্টি করারও প্রয়োজন আছে।

।। যাদুর নানাবিধ ক্রিয়া ।।

অতএব, বুঝিতে পারিলেন যে, সৃষ্টির নিয়মানুসারে ইহলোকে যাদুর তা'লীম দেওয়ায় কোন ক্ষতি বা দোষ নাই। কাজেই একাজের জন্য ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহারা আসিয়া পৃথিবীতে যাদুর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন এবং নেক্‌কার বন্দাগণ ফেরেশ্‌তা হইতে যাদু শিখিয়া যাদুর যাবতীয় গোমর ফাঁক করিয়া দিলেন। ফলে যাদুকরদের সমস্ত বাহাদুরী ধূলায় মিশিয়া গেল। আর মানুষ যে মু'জেযা ও যাদুর মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝিতে পারিতেছে না তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল। যাদু শিক্ষা দিয়া উক্ত ফেরেশ্‌তাদ্বয় খুব সম্ভব আসমানে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কোন কূয়ার মধ্যেও আবদ্ধ হন নাই, কোন গর্তের মধ্যেও আবদ্ধ হন নাই।

এখন আয়াতটির অনুবাদ শ্রবণ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ *

অর্থাৎ, (ইহুদীরা এত নির্বোধ যে, আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করে না) আর তাহারা এমন পদার্থের অনুসরণ করিয়াছে, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর রাজত্বকালে

www.BANGLAKITAB.com

দুষ্ট জিনের দল যাহার চর্চা করিত। (অর্থাৎ, ইহুদীরা যাদুর অনুসরণ করিত যাহা দুষ্ট জিন সম্প্রদায়ে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে) আর (কতক নির্বোধ ইহুদী হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামকে যাদুকর বলিয়া থাকে, নাউযুবিল্লাহ্। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। কেননা যাদু আমলের দিক হইতে কিংবা এ'তেকাদের দিক হইতে কুফরী। কিন্তু সোলায়মান (আঃ) নাউযুবিল্লাহ কখনও কুফরী করেন নাই। কিন্তু (তবে) দুষ্ট জিন সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে কুফরী (মূলক কথা ও কার্য অর্থাৎ, যাদুর আমল) করিত এবং অবস্থা এই ছিল যে, (নিজেরা তো আমল করিতই আবার অন্যান্য) মানুষকেও যাদুর তা'লীম দিত। (ফলতঃ সেই জিন হইতেই পুরুষানুক্রমে এই যাদুর চর্চা চলিয়া আসিতেছে, তাহারই অনুসরণ ইহুদীরা করিতেছে।) আর (এইরূপে) তাহারা ঐ যাদুরও (অনুসরণ করিয়া থাকে) যাহা বাবেল নামক শহরে হারূত মারূত নামক দুই জন ফেরেশ্‌তার উপর নাযেল করা হইয়াছিল আর তাঁহারা (সাবধানতার জন্য) প্রথমে একথা বলিয়া না লওয়া পর্যন্ত কাহাকেও যাদুর তা'লীম দিতেন না যে, "আমাদের অস্তিত্বও মানুষের জন্য এক প্রকারের পরীক্ষা এবং আযমায়েশ, (অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা দেখিতে চান আমাদের মুখে যাদু সম্বন্ধে সবকিছু অবগত হইয়া কে উহাতে লিপ্ত হয় আর কে উহা হইতে নিবৃত্ত থাকে। অতএব, তুমি (একথা জানিয়া শুনিয়া) পাছে কাফের না হইয়া যাও। (অর্থাৎ, যাদুর মধ্যে জড়াইয়া না পড়।) তথাপি (কোন কোন) মানুষ সেই দুই জন (ফেরেশ্‌তা) হইতে এমন যাদু শিক্ষা করিয়া লইত যদ্দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিত, (সম্মুখের দিকে মুসলমানদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা যেন যাদুকরদিগকে ভয় না করে। কেননা, ইহা সুনিশ্চিত যে, যাদুকরেরা যাদুর দ্বারা কাহারও (বিন্দুমাত্র) ক্ষতি আল্লাহ্ তা'আলারইচ্ছা ব্যতীত করিতে পারে না। অতএব তোমাদের খোদার উপর নির্ভর করা উচিত, যদি কাহারও উপর যাদুর ক্রিয়া হইয়া পড়ে, তবে সে যেন মনে করে, আমার জন্য খোদার ইচ্ছা ইহাই ছিল। যাদুকর কিছু করে নাই; বরং এই দুঃখ আমার বন্ধুর তরফ হইতে আসিয়াছে, বন্ধুর তরফ হইতে যাহাকিছুই আসে সবকিছুই ভাল।

এখন আমি আমার বক্তব্যের দিকে ফিরিয়া আসিতেছি। এপর্যন্ত যাহাকিছু বর্ণনা করিলাম, তাহা ছিল শুধু ভূমিকা, কিন্তু ভূমিকাটি আশার অতিরিক্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। (অতঃপর হযরত থানবী জিজ্ঞাসা করিলেন: "সময় কত? উত্তর আসিল "এগারটা বাজিয়াছে। তিনি বলিলেন: খুবই দেরী হইয়া গেল এখন আমি উদ্দিষ্ট বিষয়টি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব, যেন বিশেষ বিলম্ব না হয়। (ইহাতে) চতুর্দিক হইতে রব উঠিল, হযরত সংক্ষেপ করিবেন না, যতক্ষণ ইচ্ছা বর্ণনা করিতে থাকুন। তিনি বলিলেন: সংক্ষেপ করিব বলিতে আমার উদ্দেশ্য সামনের বক্তব্যটি পাছের ভূমিকা

www.BANGLAKITAB.com

অপেক্ষা তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত হইবে। এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, মূলেই সংক্ষিপ্ত হইবে।

آسمان نسبت به عرش آمد فرود + گرچه بس عالی ست پیش خاک تود

"আসমান আরশ এবং কুরসী অপেক্ষা ছোট তথাপি তাহা জমিন অপেক্ষা বড়।"

॥ প্রশংসনীয় এল্‌ম ॥

যাহা হউক, আমার উদ্দেশ্য এই যে, এখন আমি দ্বীনী-এল্‌মের কেন্দ্র একটি মাদ্রাসায় ওয়ায করিতেছি। কাজেই এল্‌ম সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হওয়া আবশ্যক, যাহাতে তালেবে এলমদের ফায়দা হয়, এতদ্ভিন্ন ওলামা এবং জনসাধারণ এলম সম্পর্কে যে সমস্ত ভুল ধারণা পোষণ করিতেছেন, উহা প্রকাশ করিয়া সংশোধনের পদ্ধতি বলিয়া দেওয়াও আমার ইচ্ছা। সম্মুখের আয়াতগুলিতে আমার বক্তব্য বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ ❋

যদিও এস্থলে ইহুদীদের অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, "তাহারা এমন বিষয়ের শিক্ষা লাভ করে, যাহা তাহাদের জন্য ক্ষতিকর।" কিন্তু নিয়ম হইল কোন আয়াতের নাযেল হওয়ার কারণ নির্দিষ্ট হইলেও তাহাতে উহার হুকুম নির্দিষ্ট হয় না; বরং আয়াতের শব্দগুলির ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়। অতএব, এস্থলে যে হুকুম বর্ণিত হইয়াছে তাহা ব্যাপক। অর্থাৎ সকলকেই এতদ্দ্বারা বলা হইতেছে-যে বিদ্যা ক্ষতিকর তাহা শিক্ষা করা উচিত নহে। ইহাতে বুঝা যায় যে, সকল বিদ্যাই প্রশংসনীয় নহে; বরং কোন কোন বিদ্যা ক্ষতিকরও আছে। যাহা শিক্ষা করার জন্য এই আয়াতে তিরস্কার করা হইয়াছে। ক্ষতিকর বিদ্যা আবার দুই প্রকার। কোন কোনটি মূলতঃ আর কতক বিদ্যা আনুষঙ্গিক কারণে ক্ষতিকর। স্বয়ং ক্ষতিকর বিদ্যা তাহাই যাহা মূলতঃ নিষিদ্ধ এবং না-জায়েয। কেননা, ইহাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শরীয়ত বিরোধী। যেমন, যাদুবিদ্যা, জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতি।

কেহ কেহ মনে মনে সন্দেহ করিতে পারেন—পূর্বে তো যাদু শিক্ষা দেওয়া এবং শিক্ষা গ্রহণ করা উভয়ই জায়েয বলিয়াছিলেন, এখন আবার উহাকে নাজায়েয বলিতেছেন? এই সন্দেহের উত্তরে আমি বলিতেছি, পূর্বে যাদু শিক্ষা দেওয়া এবং শিক্ষা করাকে আমি জায়েয বলি নাই; বরং যাদু বিদ্যার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া এবং অপরকে জানাইয়া দেওয়া জায়েয বলিয়াছিলাম আর তাহাতে এই শর্ত আছে যে, ধর্মীয় প্রয়োজনের কারণে উহার স্বরূপ জানিয়া লইতে বা শিখাইতে পারেন। সে-কালে যখন মু'জেযা ও যাদুর মধ্যে মানুষ প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া সন্দেহের মধ্যে পতিত হইয়াছিল, তখন যাদুর প্রকৃত স্বরূপ জানিয়া

www.BANGLAKITAB.com

লওয়া এবং শিক্ষা দেওয়া জায়েয ছিল, তাহাও আবার ঐসমস্ত লোকের জন্য জায়েয ছিল, যাহাদের এই আত্মবিশ্বাস ছিল যে, যাদু শিক্ষা করিয়া তাহারা উহার আমল করনে লিপ্ত হইয়া পড়িবে না। একালে যাদুর স্বরূপ জানার কোন প্রয়োজন নাই, অধিকন্তু অনর্থ ঘটিবার আশঙ্কা প্রবল। এই কারণেই যাদুর স্বরূপ জানা এবং অপরকে শিক্ষা দিতে নিষেধ করা হইবে। তবে যাদুকে যাদুরূপে এবং উদ্দেশ্য করিয়া শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া আমি জায়েয বলি নাই। খুব বুঝিয়া লউন।

আর আনুষঙ্গিক কারণে ক্ষতিকর ঐসমস্ত বিদ্যা যাহা মূলতঃ অবৈধ নহে, কিন্তু কোন বাহ্যিক কারণে উহাকে নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। যেমন, 'মুনাযারা' বা তর্কবিদ্যা মূলতঃ জায়েয, কিন্তু কেহ কেহ উহার তা'লীম এইরূপে দিয়া থাকেন যাহা ধর্মের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং এই নিয়মে শিক্ষা দেওয়া ও গ্রহণ করা নিষিদ্ধ বলা যাইবে। যেমন, কোন কোন জায়গায় ছাত্রদিগকে এরূপ মুনাযারা শিক্ষা দেওয়া হয় যে, একদলকে খৃষ্টান মানিয়া লওয়া হয়, আর একদলকে মুসলমান। অতঃপর যে দলটি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইয়া খৃষ্টান ধর্মের মতামত ব্যক্ত করিতেছে তাহারা এমনভাবে কথাবার্তা বলে, যেন সত্যিকারের খৃষ্টান। যেমন তাহারা তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে বলে, "আপনাদের কোরআনে এইরূপ লিখিত আছে। ইহাতে আমাদের ধর্মেরই পোষকতা হইতেছে। আর আমাদের ইঞ্জিল কিতাবে এইরূপ বর্ণিত আছে।" আমার এই উক্তিটির প্রমাণ এই যে, এক মাদ্রাসার মুহ্তামিম ছাহেব আমাকে তালেবে এল্‌মদের 'মুনাযারা' দেখাইয়াছিলেন। তথায় আমি এই পদ্ধতি দেখিতে পাইয়াছি। আল্লাহ্‌র কসম—সেই তালেবেএল্‌মদের উক্তরূপ কথাবার্তায় আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। তাহারা মুনাযারা সমাপ্ত করিলে মুহ্তামিম ছাহেব বলিলেন: "ইহাতে কোন বিষয় সংশোধনযোগ্য থাকিলে সংশোধন করিয়া দিন।" আমি বলিলামঃ تن همه داغ داغ شد پنبه كجا كجا نهم "সমস্ত দেহভরা ক্ষত, পট্টি কোথায় কোথায় লাগাইব?"

॥ মুনাযারা বা বিতর্কের কুফল ॥

আপনার এই মুনাযারা শিক্ষা পদ্ধতি তোআপাদ-মস্তকবিকৃত হইয়া রহিয়াছে, আমি কোন্ বিষয়ের সংশোধন করিব। আপনার এই তর্ক পদ্ধতির একটি অনিষ্টকারিতা এই যে, মুসলমান হইতে খৃষ্টান হইয়া গেল।

দ্বিতীয় অনিষ্টকারিতা এই যে, প্রত্যেক দলেরই লক্ষ্য হইতেছে নিজের কথা উঁচু করিয়া ধরা এবং অপরের কথাকে নীচু প্রমাণিত করা। এই প্রণালীর তর্ক সকল অবস্থায়েই নিষিদ্ধ। বিশেষ করিয়া উক্ত তর্কপদ্ধতি তো জঘন্য। কেননা,

www.BANGLAKITAB.com

এক দল ইসলামের দিকটাকে দুর্বল করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে কোন কোন ক্ষেত্রে ঈমান বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, আজকাল মানুষের স্বভাব ও জ্ঞান-বুদ্ধি সুস্থ নহে, নিয়ত ঠিক নহে। এমন লোক অতি বিরল যাহারা এই প্রণালীর মুনাযারায় নিয়ত দৃঢ়ভাবে ঠিক রাখিতে সক্ষম হয়। ইহাও সম্ভব যে, কোন সময়ে কেহ নিজের মতের পক্ষপাতিত্ব করিতে গিয়া আত্ম স্বার্থের খাতিরে ইসলামের পক্ষকে দুর্বল প্রতিপন্ন করিতে আরম্ভ করে। উদ্দেশ্য এই— লোকে বলিবে, "অমুকের বক্তৃতায় যুক্তিপ্রমাণগুলি বড়ই তীক্ষ্ণ ছিল।" ইহার পরিণতি যাহা দাঁড়াইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় অনিষ্টকারিতা এই যে, এই শ্রেণীর তর্ক-সভায় অনেক সময় সাধারণ লোকও জুটিয়া পড়ে। তাহাতে বড় আশঙ্কা এই থাকে যে, ইহাদের মধ্য হইতে কাহারও অন্তরে বাতিল পক্ষের যুক্তি প্রমাণ বসিয়া যাইতে পারে। ফলে, সত্য পক্ষ হইতে উহার উত্তরে যাহাকিছু বলা হইবে, তাহা সে ব্যক্তির বোধগম্য না হইতে পারে, অথবা ইস্‌লামের পক্ষ হইতে যে তালেবে-এলমটি উত্তর দিতেছে তাহার বর্ণনা-ভঙ্গী চিত্তাকর্ষক না হইতে পারে। এমতাবস্থায় উক্ত সাধারণ লোকটির ঈমান বরবাদ হইয়া যাইবে। সুতরাং আপনার এই প্রণালীর মুনাযারা তা'লীম সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়ার যোগ্য; বরং আপনার 'মুনাযারা'র জন্য তালীমেরই প্রয়োজন নাই। স্বভাব ও প্রকৃতি সুস্থ থাকিলে মানুষ প্রত্যেক মিথ্যা মতবাদের খণ্ডন খুব সহজেই করিতে পারে।

এলাহাবাদে একজন আমীর লোক ছিলেন। তিনি লেখাপড়া মোটেই শিখেন নাই, নিজের দস্তখতটুকুও করিতে পারিতেন না। শুধু একটি সীলমোহর প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। দস্তখতের প্রয়োজন হইলে উহা দ্বারা মোহর মারিয়া দিতেন। একবার তিনি কোন বাহনে আরোহণ পূর্বক কোথাও যাইতেছিলেন। পথে একজন খৃষ্টান দণ্ডায়মান ছিল। সে আপন ধর্মের সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছিল। নিজ ধর্মের সত্যতায় সে একটি দলিল ইহাও বর্ণনা করিল যে, "পৃথিবীতে খৃষ্টানের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। ইঞ্জীল কিতাবের অনুবাদ বহু ভাষায় করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমরা অধিক প্রিয়। কাজেই আমাদের এত আধিক্য ও উন্নতি।" উক্ত আমীর লোকটি নিজের বাহন থামাইয়া পাদরীকে বলিলেন; ইহা তো সত্যতার কোন প্রমাণ নহে। আমার সঙ্গে আস, ষ্টেশনে যাইয়া আমি তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি, রেল গাড়ীতে ফার্ষ্ট ক্লাশ কম্পার্টমেন্ট একটিই থাকে এবং থার্ড ক্লাশ বগী থাকে অনেক। অতএব, ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আমরা মুসলিম জাতি ফার্ষ্ট ক্লাশ। আর তোমরা খৃষ্টান জাতি থার্ড ক্লাশ। এই উত্তরটি শ্রবণ করিয়া পাদরী হতভম্ব হইয়া পড়িল। আর কোন উত্তরই সে দিতে পারিল না।

www.BANGLAKITAB.com

অতএব, দেখুন, একজন নিরক্ষর লোক পাদরীকে নিরুত্তর করিয়া দিলেন। এই কারণেই আমি বলি মুনাযারা বা তর্ক-বিদ্যা শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। অবশ্য প্রকৃতি সুস্থ হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হইয়া যায়। আরও দেখুন, আজকাল যে ধরণের 'মুনাযারা, করা হয়, প্রাচীন ওলামায়ে কেরামের তর্ক-প্রণালী এইরূপ ছিল না। কোরআনের স্থানে স্থানে কাফেরদের সহিত মুনাযারা করা হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রণালী বড় সুন্দর। আজকালের মত গালিগালাজ নাই। বহু হাদীস শরীফে ছাহাবায়ে কেরামের মুনাযারার কথা উল্লেখ রহিয়াছে। তাঁহাদের দস্তুর এই ছিল যে,একজন তাঁহার বক্তব্যটিকে দৃঢ়ভাবে পুনঃ পুনঃ আওড়াইতে থাকিতেন। পরিশেষে উভয়ের মধ্যে একজন বলিয়া ফেলিতেন, বস, বিষয়টি আমার নিকট পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, দলিল-প্রমাণ খণ্ডনের প্রতি বাড়াবাড়ি ছিল না। কোরআনের প্রণালীও ইহাই।

আজকালকার মুনাযারায় আর একটি ক্ষতি ইহাও আছে যে, তর্ককারীরা প্রতিপক্ষের উত্তরে আম্বিয়া-ই কেরামের অবমাননা করিতে আরম্ভ করে। যেমন, কোন এক তর্কসভায় খৃষ্টান পক্ষ বলিল : "হযরত ঈসা (আঃ) মুসলমানদের পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ (দঃ) অপেক্ষা অধিক সংসার বিরাগী ছিলেন। ঈসা (আঃ) একটি বিবাহও করেন নাই। সারা জীবনটি তিনি সংসার বিরাগের অবস্থাতেই অতিবাহিত করিয়া দিয়াছেন। আর মুসলমানদের পয়গম্বর (দঃ) একের স্থলে নয় বিবাহ পর্যন্ত করিয়াছেন।" ইহার উত্তরে মুসলমানের পক্ষ হইতে একজন বলিলেন : "প্রথমে তুমি প্রমাণ করিয়া দাও যে, হযরত ঈসার (আঃ) পুরুষত্ব শক্তি ছিল।" দেখুন, সত্য জবাব ছাড়িয়া ইনি এমন জবাব দিলেন, যাহাতে نعوذ بالله ঈসা (আঃ)-এর উপর পুরুষত্ব হীনতার অপরাদ চাপাইয়া দেওয়া হইল। অথচ আম্বিয়ায়ে কেরাম আভ্যন্তরীণ পূর্ণতা গুণে যেমন গুণান্বিত থাকেন, তদ্রূপ বাহ্যিক ও দৈহিক গুণাবলীও তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায়ই বিদ্যমান থাকে। তাঁহাদের পুরুষত্ব শক্তিও সাধারণ মানুষের চেয়ে অধিক থাকে।

সঠিক উত্তর এস্থলে এই ছিল যে, সংসার বিরাগী হওয়া বিবাহ না করাতেই সীমাবদ্ধ নহে। অন্যথায় ইহা অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) ভিন্ন আর কোন পয়গম্বরই বিরাগী ছিলেন না। কেননা, হযরত মূসা, ইব্রাহীম, দাউদ এবং সুলায়মান আলাইহিস্সালাম তাঁহারা সকলেই পরিবার-পোষ্যবর্গবিশিষ্ট ছিলেন; অধিকন্তু হযরত সুলায়মান আলাইহিস্সালামের তো তিন শত এবং কোন কোন রেওয়ায়তে এক হাজার বিবী ছিলেন।

সত্য কথা এই যে, বিরাগ দ্বিবিধ (১) যাবতীয় সম্পর্ক কর্তনপূর্বক একাগ্র ও একনিষ্ঠ হইয়া যাওয়া। (২) আর সর্বপ্রকারের সম্পর্কের সহিত জড়িত থাকিয়া বিরাগী

www.BANGLAKITAB.com

থাকা। অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, বাড়ী-ঘর সবকিছুই থাকিবে—কিন্তু অন্তর ইহার কোন কিছুর সহিতই আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে না ; বরং আন্তরিক সম্পর্ক একমাত্র খোদার সহিতই থাকিবে। অপরাপরের সহিত কেবল হক এবং দায়িত্ব পালনের সম্পর্ক থাকিবে। অতএব, ঈসা আলাইহিস্সালামের বিরাগ প্রথম প্রকারের ছিল। আর অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের বিরাগ দ্বিতীয় প্রকারের ছিল। আজকাল এই রোগটি ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে, হুযূরে আক্রাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফযীলৎ এবং শ্রেষ্ঠত্ব এমনভাবে প্রমাণ করা হয়, যাহাতে অপরাপর আম্বিয়ায়ে কেরামের অবমাননা হইয়া পড়ে।

যেমন, এই যুগে সীরাতুন্নবী সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ অত্যধিক চালু হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ উহার প্রতি খুবই অনুরক্ত। কিন্তু উহার অবস্থা এই যে, এক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ফযীলৎ বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে, "হুযূরের মধ্যে যে সমস্ত পূর্ণতা গুণ বিরাজমান ছিল তাহা অন্য কোন নবীর মধ্যেও ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, হযরত নূহ (আঃ)-এর মধ্যে দয়া এবং রহমের মাদ্দা ছিল না। কেননা, তিনি তাঁহার উম্মতের জন্য এরূপ বদ-দো'আ করিয়াছিলেন : رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

"হে প্রভু! ভূ-পৃষ্ঠের উপর কাফেরদের মধ্য হইতে গৃহে অবস্থান করার উপযোগী এক জন লোকও রাখিবেন না।"

আর হযরত ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে তাহ্যীব-তামাদ্দুন এবং প্রজা শাসনের জ্ঞান ছিল না। اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ 'দেখুন, এই দুরাচার হযরত নূহ (আঃ)কে দয়া ও রহম হইতে এবং ঈসা (আঃ)কে "তাহযীব-তামাদ্দুন এবং প্রজার শাসনের জ্ঞান হইতে শূন্য বলিয়া ফেলিয়াছে, অথচ ইহা সম্পূর্ণ ভুল। সূরা-নূহে নূহ (আঃ-এর ধর্ম-প্রচার সম্বন্ধে যাহাকিছু বর্ণিত হইয়াছে তাহাই তাঁহার দয়া এবং রহ্মত গুণের প্রকৃষ্ট-প্রমাণ। তিনি বলিয়াছেন :

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ـ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآئِىْٓ اِلَّا فِرَارًا *

নূহ (আঃ) নিবেদন করিলেন : হে আমার প্রভু! আমি আমার সম্প্রদায়কে সত্য ধর্মের প্রতি দিবা-রাত্রি আহ্বান করিয়াছি। কিন্তু আমার আহ্বানের ফলে তাহাদের ধর্ম বিমুখতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।' অতঃপর বলিয়াছেন :

ثُمَّ اِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ـ ثُمَّ اِنِّىْٓ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا *

"তথাপি আমি বিভিন্ন উপায়ে উপদেশ দিতে রহিয়াছি। অর্থাৎ, আমি তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে সত্য ধর্মের দিকে ডাকিয়াছি। ইহার অর্থ সাধারণ ভাবে আমি তাহাদিগকে ধর্মের প্রতি আহ্বান করিয়াছি ও উপদেশ দিয়াছি। অতঃপর

www.BANGLAKITAB.com

আমি তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে প্রকাশ্যেও বুঝাইয়াছি এবং একেবারে গোপনেও বুঝাইয়াছি। অর্থাৎ, যত প্রকারে কৃতকার্য হওয়ার আশা করা যাইতে পারে সকল প্রকারেই বুঝাইয়াছি।

এখন দেখুন, নূহ (আঃ)-এর মধ্যে যদি দয়া এবং রহম না থাকিত, তবে এত চিন্তা করিয়া এত পন্থা অবলম্বনের কি প্রয়োজন ছিল? আবার এইরূপ বিভিন্ন পন্থা তিনি কেবল দুই এক দিন কিংবা দুই এক মাস পর্যন্তই জারী রাখেন নাই; বরং সাড়ে নয় শত বৎসর পর্যন্ত এরূপে বুঝাইতে রহিয়াছেন। এদিকে সম্প্রদায়ের অবাধ্যতার অবস্থা এইরূপ ছিল যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সম্ভবতঃ মাত্র আশি জন লোক ঈমান আনিয়াছিল। অবশিষ্ট সকলেই অবাধ্য থাকিয়া নানা উপায়ে নূহ (আঃ)কে কষ্ট দিত ও উত্যক্ত করিত। কিন্তু তবুও তিনি নিরাশ হন নাই। অবিরত ধর্মের প্রতি আহ্বান করিতেই থাকেন। এমন কি, যখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর সাহায্যে তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, এখন আপনি ক্ষান্ত হউন, আর একটি প্রাণীও ঈমান আনিবে না। তখন তিনি নিরাশ হইয়া পড়িলেন নিম্নের আয়াতটিতে তাহা পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ রহিয়াছে

وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ *

"এবং আল্লাহ্তা'আলা নূহ (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করিলেন যে, আপনার সম্প্রদায়ের যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাঁহাদের ব্যতীত এখন আর কেহই কদাচ ঈমান আনিবে না। অতএব, তাহারা যাহাকিছু করিতেছে তাহাতে আপনি দুঃখিত হইবেন না।" যখন তিনি ওহীর সাহায্যে জানিতে পারিলেন যে, এখন আর কাহারও ভাগ্যে ঈমান নাই তখন তিনি কাফেরদের ধ্বংসের জন্য বদ-দোআ করিলেন, ইহার কারণ এবং যুক্তি তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন।

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا *

"নিশ্চয়, যদি আপনি তাহাদিগকে ভূ-পৃষ্ঠের উপর অবস্থান করিতে দেন, তবে ইহারা আপনার মুমেন বন্দাগণকেও বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিবে। আর ভবিষ্যতে ইহাদের ঔষধ হইতে কেবল নাফরমান এবং কাফের সন্তানই ভূমিষ্ঠ হইবে।" ইহাতে বুঝা যায়, নূহ (আঃ) ওহী ইত্যাদির সাহায্যে ইহাও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের মধ্যেও কেহ ঈমান আনয়ন করিবে না।

এখন বলুন, এমতাবস্থায় তাঁহার বদ-দোআকে দয়া বিরোধী কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? বরং ইহা মুসলমানদের জন্য প্রকৃত দয়াই ছিল। অন্যথায়

www.BANGLAKITAB.com

কাফেরেরা জীবিত থাকিলে তাহাদের সন্তানরাও কাফেরই হইত এবং পৃথিবীতে মুসলমানদের টিকিয়া থাকা কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। আবার নূহ (আঃ)কে আল্লাহ্ তা'আলা ইহাও বলিয়া দিয়াছিলেন যে,

وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ‎*

"আপনি সেই দুরাচারদের সম্বন্ধে আমার নিকট সুপারিশ স্বরূপ কিছুই বলিবেন না। কেননা, ইহাদের সকলকেই ডুবাইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে বুঝা যায়, নূহ (আঃ)-এর মধ্যে অতিমাত্রায় দয়া এবং রহ্‌মত ছিল, যদি তাঁহাকে নিষেধ না করা হইত, তবে তিনি সুপারিশ ইত্যাদি করিতেন। যেমন তিনি নিজের ছেলে সম্বন্ধে কিছু বলিবার সুযোগ পাইয়া বলিয়াই ফেলিয়াছিলেন : হে প্রভু! আপনার প্রতিশ্রুতি ছিল, "তোমার পরিবারবর্গকে মুক্তি দিব, আমার ছেলেও তো আমার পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত। সে কেন ধ্বংস হইল? তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল, "সে তোমার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা, তাহার কার্য-কলাপ ভাল ছিল না।"

আর হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে হাদীসে আছেঃ "তিনি শেষ যুগে নাযিল হইবেন, মুসলমানদের রাজ-কার্যের শৃঙ্খলা বিধান করিবেন এবং জিযিয়া কর বন্ধ করিয়া দিবেন।" রাজ্য শাসনের জ্ঞান না থাকিলে, যে অবস্থায় শেষ যুগে মুসলমানদের রাজ-দণ্ড অতি দুর্বল হইয়া পড়িবে, তখন উহার শৃঙ্খলা বিধান কেমন করিয়া করিবেন?

ফলকথা, পয়গম্বরগণের (আঃ) মধ্যে যাবতীয় গুণ সমাবিষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে কোন গুণ দ্বারা কোন প্রকার কার্জ না লওয়া স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু কোন গুণ হইতে তাঁহাদিগকে একেবারে শূন্য বা রিক্ত বলিয়া ফেলা সম্পূর্ণ ভুল। যেই গুণের দ্বারা কাজ আদায় করিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে আদেশ করেন, উহারই দ্বারা তাঁহারা কাজ লইয়া থাকেন। আর যেই গুণের সাহায্যে কাজ লইবার আদেশ করা হয় না, উহা দ্বারা কোনই কাজ লন না। তাঁহাদের অবস্থা এইরূপ :

زنده کنی عطائے تو ور بکشی فدا ئے تو + دل شده مبتلائے تو هرچه کنی رضائے تو

"যদি জীবন দান কর, তাহা তোমার কৃপা আর যদি প্রাণ সংহার কর, তবে তোমার জন্যই তাহা উৎসর্গিত। অন্তর তোমাতেই মগ্ন, যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক তাহাই করিতে পার। মাওলানা বলেন :

گر بعلم آئیم ما ایوان اوست + ور بجهل آئیم ما زندان اوست
گر بخواب آئیم مستان وئیم + ور به بیدارى بدستان وئیم
من چو کلکم در میان اصبعین + نیستم در صف طاعت بین بین
بنگر اے دل گر توا جلال کیستی + در میان اصبعین کیستی
رشته در گردنم افگنده دوست + می برد هر جا که خاطر خواه اوست

www.BANGLAKITAB.com

"যদি জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য করি, তবে আমরা তাঁহারই প্রাসাদ, আর যদি অজ্ঞতার প্রতি তাকাই, তবে আমরা তাঁহার কারাগার। যদি নিদ্রার প্রতি লক্ষ্য করি, তবে আমরা তাঁহারই পাগল, জাগ্রতাবস্থার প্রতি তাকাইলে আমরা তাঁহার করতলগত। আমরা তাঁহার অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যস্থলে কলমের মত। কিন্তু এবাদতের সারিতে মধ্যস্থলে নই। হে মন! নজর করিয়া দেখ; তুমি কাহার সন্মান করিতেছ? কাহার অঙ্গুলিদ্বয়ের মাঝখানে রহিয়াছ? বন্ধু আমার গলদেশে রশি লাগাইয়াছে, যেখানে তাহার মন চায় টানিয়া নিতেছে।"

আম্বিয়ায়ে কেরামের কোন কার্যই আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম ছাড়া নহে। যাঁহার প্রতি যে নির্দেশ হয় তাহাই পালন করিয়া থাকেন। এই কারণেই তাঁহাদের অবস্থা বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিভিন্ন অবস্থার প্রত্যেকটিই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয়। কেননা, তাহাতেই তাঁহার সন্তোষ। জনৈক আল্লাহ্ওয়ালা বলেন:

بگوش گل چه سخن گفتهٔ که خندان ست + بعندلیب چه فرمودهٔ که نالان ست

"ফুলের কানে কানে কি কথা বলিয়াছ যে, তাহা হাসিতেছে, আর বুলবুলের প্রতি কি নির্দেশ প্রদান করিয়াছ যে, উহা ক্রন্দন করিতেছে।"

হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ফযীলত তাহাই আমাদের বর্ণনা করা উচিত যাহা হাদীস শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে। ফযীলতের জন্য তাহা কি কম? ইহা হইতে একথার যুক্তি বোধগম্য হয় যে, হুযূর নিজের ফযীলত, নিজে কেন বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ এই যে, হুযূর যদি তাহা বর্ণনা না করিতেন, তবে উম্মতেরা নিজের তরফ হইতে মনগড়া গুণাবলী বর্ণনা করিত। কেননা, তাহাদের ভক্তি ও মহব্বৎ মাহ্বুবের নানাবিধ ফযীলত বর্ণনা করার জন্য তাহাদিগকে বাধ্য করিত। অথচ আমাদের উল্লেখিত ফযীলতসমূহের মধ্যে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি অবমাননা ও অসম্মানের আশঙ্কা থাকিত। যেমন, আমরা আজকাল স্বচক্ষেই দেখিতে পাইতেছি। এই কারণেই হুযূর (দঃ) নিজের সত্য ও প্রকৃত গুণাবলী নিজেই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যেন মহব্বৎ ও এশ্কের আতিশয্যে কেহ তাঁহার গুণাবলী উল্লেখ করিতে চাহিলে সে উক্ত সত্য ও প্রকৃত গুণাবলী বর্ণনা করিয়া নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারে এবং সেই গুণাবলী বর্ণনার মধ্যে যেন অপর কোন নবীর (আঃ) প্রতি অবমাননা ও অপমানের মিশ্রণ না ঘটে।

মোটকথা, আজকাল যে পদ্ধতিতে মুনাযারা অর্থাৎ, তর্কের তা'লীম দেওয়া হয় তাহা পরিত্যাগ করার যোগ্য। যেমন, উপরোক্ত ব্যক্তি نعوذ باالله হযরত ঈসা (আঃ)কে পুরুষত্বহীন প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে। এই তো গেল সভ্য শ্রেণীর লোকদের মুনাযারার কথা। অশিক্ষিত গোঁয়ার লোকদের 'মুনাযারা' আরও জঘণ্য।

www.BANGLAKITAB.com

রূড়কী শহরে জনৈক খৃষ্টান বলিতেছিল—হযরত ঈসা (আঃ) খোদার বেটা। জনৈক গোঁয়ার লোক বলিয়া উঠিল, খোদার আরও কোন বেটা আছে কি না? পাদরী বলিল: "না"। গোঁয়ার লোকটি বলিল: বস্, এত দীর্ঘ সময়ে তোমার খোদার মাত্র একটি পুত্র জন্মিল? আমি বিবাহ করিয়াছি এতদিন হইল, মাত্র এই সময়ে আমার এগারটি পুত্র জন্মিয়াছে। ভবিষ্যতে আরও জন্মিবার আশা আছে। অতএব, তোমার খোদার চেয়ে আমিই তো ভাল আছি।

এই গোঁয়ার লোকটির উত্তর যদিও মূলতঃ একটি যুক্তি সঙ্গত কথা। বাস্তবিকই যদি খোদার পুত্র হওয়াই সম্ভব, তবে কেবলমাত্র একজন পুত্র হওয়ার কারণ কি? অথচ তাঁহার সৃষ্ট মানবের মধ্যে নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্ট মানুষের বহু সন্তান হইয়া থাকে। কিন্তু লোকটির এই উত্তরের ধরণ অতিশয় বেমানান। মোদ্দাকথা, যে সমস্ত বিদ্যা অনিষ্টকর তাহা শিক্ষা করা হারাম। وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ আয়াতটি হইতে এই মাস্‌আলাটি আবিষ্কৃত হইতেছে।

।। অনিষ্টকর ও হিতকর বিদ্যা ।।

এই আয়াতটি হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, যখন কতক বিদ্যা অনিষ্টকর; সুতরাং অবশ্যই কতক বিদ্যা হিতকর এবং উপকারীও রহিয়াছে।

অতএব, ইহা হইতে দুইটি বিধান পাওয়া যাইতেছে। (১) অনিষ্টকর বিদ্যা হইতে দূরে সরিয়া থাকা কর্তব্য। (২) হিতকর ও উপকারী বিদ্যা শিক্ষা করা কর্তব্য। এখন দেখিতে হইবে—অনিষ্টকর কোন্ বিদ্যা এবং হিতকর কোন্ বিদ্যা। ইহার উত্তর এই আয়াতটির মধ্যেই রহিয়াছে:

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ *

"তাহারা অবশ্যই জানিতে পারিয়াছিল যে, যাহাকিছু তাহারা শিক্ষা করিতেছে আখেরাতে ইহার জন্য কোন প্রাপ্য নাই।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, যে বিদ্যা আখেরাতে কাজে আসিবে না তাহাই ক্ষতিকর বিদ্যা। সুতরাং ইহার বিপরীত পক্ষে সেই বিদ্যাই হিতকর যাহা আখেরাতের কাজে লাগিবে। সমষ্টিগতভাবে এই উভয় দিক লক্ষ্য করাতে দুই প্রকারের ভুল বুঝা যায়। (১) ওলামা সম্প্রদায়ের ভুল। (২) সর্বসাধারণ শ্রেণীর লোকের ভুল। আলেমদের ভুল এই যে, তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক তাহাদের সারা জীবনটি অহিতকর বিদ্যা-অন্বেষণে কাটাইয়া দেন। অর্থাৎ, তাঁহারা শুধু দর্শন, বিজ্ঞান, তর্ক শাস্ত্রের অধ্যয়নেই নিমগ্ন থাকেন। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞান শাস্ত্র আখেরাতের কাজে লাগার বিদ্যা নহে। অবশ্য দ্বীনী এলম বুঝা এবং যুক্তি প্রমাণ আনয়ন সহজ হওয়ার জন্য যদি সাহায্যকারী হিসাবে দর্শন, বিজ্ঞান ও তর্ক শাস্ত্রাদি শিক্ষা করা হয়, তবে তাহা আরবী ব্যাকরণ

www.BANGLAKITAB.com

ও ভাষালঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রের সমতুল্য সহায়ক বিদ্যা বলিয়া বিবেচিত হইবে। এসমস্ত বিদ্যা দ্বারা দ্বীনী-এল্‌মে সাহায্য গ্রহণ করা হইলে পরোক্ষ ভাবে উক্ত বিদ্যাসমূহের সওয়াবও পাওয়া যাইবে। কিন্তু সহায়ক বিদ্যা চর্চায় সারা জীবন অতিবাহিত করিয়া দেওয়া বোকামি। ইহার দৃষ্টান্ত ঠিক তদ্রূপ যেমন কোন ব্যক্তি সারা জীবন শুধু অস্ত্রপাতি ঘষা-মাজা ও পরিষ্কার করার মধ্যেই কাটাইয়া দিল। উহাকে এক দিনের জন্যও কাজে লাগাইল না। এরূপ ব্যক্তিকে সকলেই বেওকুফ বলিবে।

আবার কেহ কেহ বিজ্ঞান শাস্ত্র অবশ্য পড়ে না; কিন্তু উহাকে দ্বীনী এলমের উপর প্রাধান্য দান করিয়া থাকে, ইহাও মহা ভুল। ইহার এক অনিষ্টকারিতা এই যে, এমতাবস্থায় মৃত্যু ঘটিলে বৈজ্ঞানিকদের দলেই তাহার 'হাশর' হইবে। দ্বিতীয় ক্ষতি এই যে, বিজ্ঞান ও যুক্তি-তর্ক তাহার বিবেক-বুদ্ধির উপর জাঁকিয়া বসে। ফলে সে কোরআন এবং হাদীসকেও বিজ্ঞানের ধারায়ই বুঝিতে চায় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাহাই চালাইতে চায়। এই কারণে কোরআন ও হাদীসের প্রভাব তাহার স্বভাবের উপর বিস্তৃত হয় না।

হযরত মাওলানা গঙ্গুঁহী কুদ্দেসা সিররুহুর নিকট একজন বিজ্ঞানাভিজ্ঞ ছাত্র হাদীস পড়িতে আসে। এক দিন সবকের মধ্যে এই হাদীসটি আসিল,

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ *

"পবিত্রতা ভিন্ন অর্থাৎ, বিনা ওযুর নামায আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেন না এবং হারামের মাল হইতে দান করা হইলে তাহাও কবুল করেন না।" হযরত মাওলানা বলিলেন: "এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, ওযু ভিন্ন নামায ফাসেদ।" দার্শনিক ছাত্রটি প্রশ্ন করিয়া বসিল, ইহাতে তো কেবল কবুল না হওয়াই বুঝা যাইতেছে, একথা তো বুঝা যাইতেছে না যে, বিনা ওযুতে নামায পড়িলে তাহা শুদ্ধও হইবে না। ইহাও তো সম্ভব যে, ওযু ভিন্নও নামায শুদ্ধ হয় কিন্তু কবুল হয় না। সুতরাং কেহ বিনা ওযুতে নামায পড়িয়া পরে ওযু করিয়া ফেলিলে, উক্ত নামায কবুলও হইতে পারে। এই যুক্তি শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। অতএব, দেখুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাস্ত্র পাঠ করিলে এই ক্ষতি হয় যে, হাদীস শরীফ বুঝিবার রুচি তাহার হাছিল হয় না।

নামাযের পর ওযু করা প্রসঙ্গে আমার একটি গল্প মনে পড়িল। কোন একজন আফিমসেবী ব্যক্তির লোটা কিঞ্চিৎ ভাঙ্গা ছিল। সে পায়খানায় গেলে যদি মল ত্যাগে কিছু বিলম্ব হইত—সাধারণতঃ আফিমসেবীদের কোষ্ঠ কাঠিন্য দোষ থাকেই—এতটুকু সময়ের মধ্যে তাহার লোটার পানি সমস্তই পড়িয়া যাইত। একদিন উক্ত আফিমখোর মনে মনে বলিল, প্রত্যেক দিনই লোটা পানিশূন্য হইয়া যায়, আজ আমি ইহার ব্যবস্থা করিব। তিনি কি করিলেন? পায়খানায় যাইয়া

www.BANGLAKITAB.com

প্রথমেই শৌচকর্ম সম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন। তিনি এই ভাবিয়া মনে মনে খুব আনন্দ অনুভব করিলেন যে, আমি বেশ উপায় অবলম্বন করিয়াছি। আজ আর লোটা পানিশূন্য হইতে পারে নাই। কিন্তু তিনি সেদিকে লক্ষ্যই করিলেন না যে, যে উদ্দেশ্যে পানি আনা হইয়াছে এখনও উহার কোন পাত্তাই নাই। মোটকথা, তখন হইতে সর্বদা সে এরূপ করিত যে, প্রথমে শৌচকার্য সমাধা করিত এবং পরে পায়খানা করিত।

মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব বড়ই রসিক লোক ছিলেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম: "এই আফিমখোর লোকটি বড়ই বোকা ছিল। প্রথমে আবদস্ত করিয়া পরে পায়খানা করিত।" তিনি বলিলেন: "না, তুমি বুঝ নাই। সে ব্যক্তি তো পূর্বদিনের পায়খানার জন্য শৌচ কার্য করিত। অতএব, শৌচকর্ম পায়খানার পরেই হইল। অবশ্য তাহার প্রথম দিনের শৌচকার্য নিরর্থক এবং বেকার হইয়াছে। যাহা হউক, ইহা তো একটি কৌতুক করিলাম। মোটকথা, উক্ত বৈজ্ঞানিক ছাত্রটির ওযূও ইহারই সমতুল্য ছিল।

এই ছাত্রটিই আর একদিন আর একটি প্রশ্ন করিয়াছিল, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক বেহেশ্‌তী লোকই নিজ নিজ স্তরে সন্তুষ্ট থাকিবে নিম্নস্তরের বেহেশ্‌তীদের মনে উচ্চশ্রেণীর বেহেশ্‌তীদের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হইবে না। কেননা, বেহেশ্‌তের মধ্যে দুঃখ কষ্টের নাম গন্ধও নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থাকে অপরের চেয়ে ভাল মনে করিবে। ইহা শুনিয়া বৈজ্ঞানিক ছেলেটি বলিয়া উঠিল, ইহাতে তো বুঝা যায় যে, সকল বেহেশ্‌তবাসীই গণ্ড মূর্খতার মধ্যে নিমগ্ন থাকিবে।

ফলকথা, হাদীস শরীফ অধ্যয়ন কালেও সেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষাই তাহাদের স্মরণ পটে উদিত হয়। "জাহ্‌লে মুরাক্কাব এবং জাহ্‌লে বসীত্‌" অর্থাৎ, গণ্ড-মূর্খতা ও নিরেট মূর্খতার মধ্যেই পতিত থাকে। এই প্রশ্নের উত্তর শুনুন: "নিজের অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকা এক কথা আর অবস্থা না জানা অন্য কথা। ইহাদের একটি অপরটির সহিত জড়িত নহে। এমন হওয়া বিচিত্র নহে যে, আমি জানিতে পারিব, আমার শ্রেণী অমুক ব্যক্তির শ্রেণী অপেক্ষা নিম্নে, কিন্তু তবুও আমি সন্তুষ্ট থাকিব। মনে করুন, মাশকালাইর ডাল কোন এক ব্যক্তির খুবই প্রিয় খাদ্য। ইহার সম্মুখে সে মুরগীর মাংসকে কোনই গুরুত্ব দেয় না। প্রত্যেক লোকেরই পছন্দ এবং রুচি স্বতন্ত্র হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় বলিতে পারেন, এই ব্যক্তি মাশকলাইর ডালে তেমনি তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে, যেমন আর এক ব্যক্তি মুরগীর মাংসে তৃপ্তি পাইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে এমন মনে করার কোন কারণ নাই যে, সে ব্যক্তি ডাল এবং মুরগীর মাংসের প্রভেদই জানে না। উভয় বস্তুর পার্থক্য প্রত্যেকেই

www.BANGLAKITAB.com

জানে। এইরূপে বেহেশ্‌তবাসীরাও নিজ নিজ শ্রেণীকেই পছন্দ করিবে এবং নিজ নিজ শ্রেণীতেই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকিবে যদিও নিম্নশ্রেণীর বেহেশ্‌তীরা ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের স্তর অমুক বেহেশ্‌তী অপেক্ষা নিম্নে। অতএব, গণ্ড-মূর্খতা কোথায় হইল ? এই কারণেই আমি বলি, জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিদ্যাকে দ্বীনী এল্‌মের পূর্বে শিক্ষা করা বিশেষ ক্ষতিকর।

॥ আলেমদের ভুল ॥

কিন্তু কেহ কেহ দর্শন বিজ্ঞানের এত ভক্ত যে, প্রথমে তাহাই অধ্যয়ন করে; বরং কেহ কেহ তো হাদীসের শিক্ষাকে প্রয়োজনীয়ই মনে করে না। তাহারা বলে, হাদীস পড়ারই কি প্রয়োজন ? উহাতে এমন কোন্ জটিল বিষয় রহিয়াছে যে, ওস্তাদের নিকট না পড়িলে বুঝা যাইবে না ? কিন্তু আমি বলি, ওস্তাদের নিকট সবকে সবকে হাদীস পড়ার পরেও যদি পূর্ণরূপে বুঝে আসে, তবে উহাকে আল্লাহ্‌র দান মনে করিতে হইবে। সবকে সবকে না পড়িলে তো বুঝে আসিতেই পারে না।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলিতেছি শুনুন। কোন এক বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি কখনও হাদীস পড়েন নাই। কিন্তু হাদীসের শিক্ষকতা করিতে প্রস্তুত হইয়া গেলেন। এক হাদীসে হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আউফ (রাঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)কে না জানাইয়া বিবাহ করিয়া ফেলিলেন, বিবাহের পরদিন তিনি হুযূর (দঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইলে হুযূর তাঁহার শরীরে যর্‌দ রংএর আভা দেখিতে পাইলেন। দুলহানের যর্‌দ রংএর কাপড়ের চিহ্ন তাঁহার দেহে লাগিয়া গিয়াছিল। তখন হুযূর (দঃ) বলিলেন : مَهْيَمْ هٰذِهِ الصُّفْرَةُ "এই যরদ রং কিসের ?" তিনি উত্তর করিলেন : تَزَوَّجْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ অর্থাৎ, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি বিবাহ করিয়াছি।" হুযূর (দঃ) বলিলেনঃ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ "একটি বকরী দ্বারা হইলেও 'ওলিমা' কর।" এই হইল হাদীসের মর্ম। একজন তালেবে এল্‌ম প্রশ্ন করিয়া বসিল, এই যর্‌দ রং কি প্রকারের ছিল ?

মুদার্‌রেস সাহেব হাদীস তো পড়েনই নাই, উহার তথ্য কিরূপে জানিবেন ? তিনি 'এজতেহাদ' করিয়া নিজের মনগড়া বলিলেন : "আসল কথা এই যে, আবদুর রহমান ইব্‌নে-আউফ যুবক ছিলেন এবং দীর্ঘ দিন যাবৎ বিবাহ করেন নাই। অতএব, বিবাহ করা মাত্র স্ত্রী-সঙ্গম খুব অতিরিক্ত মাত্রায় করিয়াছিলেন। কাজেই চেহারা ফেকাশে যর্‌দ বর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দুরাচার, হাদীসের কেমন কদর্থ করিয়া ফেলিল ? সে رَأَى عَلَيْهِ أَثَرَ الصُّفْرَةِ "তাহার উপর যর্‌দ চিহ্ন দেখিতে পাইলেন।" কথার অর্থ এই বুঝিয়াছিল যে, "চেহারা যরদ্‌ বর্ণ হইয়াছিল।" لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

www.BANGLAKITAB.com

ছাত্র বেচারা এই উত্তর শ্রবণ করিয়া নীরব হইয়া গেল—কিন্তু এই উত্তর তাহার মনঃপূত হইল না। সে অপর একজন আলেমের নিকট ইহার মতলব জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উহার প্রকৃত অর্থ বলিয়া দিলেন যে, বিবাহের দিন দুলহানের কাপড়ে 'আতর' এবং সুগন্ধি দ্রব্য লাগান হয়। সেকালে আরবে যে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা হইত তাহাতে জাফরান প্রভৃতি মিশান হইত। দুলহানের নিকট গমন করিলে উক্ত যরদ্ বর্ণের রং আবদুর রহমানের কাপড়েও লাগিয়াছিল। যেহেতু পুরুষেরা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিত না। কাজেই হুযুর (দঃ) বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই রং দুলহানের ব্যবহৃত সুগন্ধি দ্রব্যের বটে। এই তথ্য অবগত হইয়া তালেবে এলমটির তৃপ্তি হইল।

অতএব, বন্ধুগণ! হাদীস পাঠকারী এবং হাদীসের সংগে সম্পর্কহীন লোকের মধ্যে এরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে। হাদীসের মধ্যে এমন কথা থাকে মূল ঘটনা জানিতে না পারিলে তাহা বুঝা যায় না। বিজ্ঞান সেখানে কোন কাজে আসে না। সেরূপ ক্ষেত্রে শুধু বিবেক বুদ্ধি খাটাইলে এমন মতলবই বর্ণনা করা হইবে, যেমন মুদার্‌রেস رأى عليه اثر الصفرة বাক্যের অর্থ বর্ণনা করিয়াছিলেন। সুতরাং দ্বীনী এলম্ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের পর দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অন্যথায় বিবেক-বুদ্ধির উপর বিজ্ঞান ও যুক্তিরই প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িবে এবং হাদীস শরীফ অধ্যয়নকালে সেই বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক প্রশ্নসমূহ উত্থাপন করা হইবে।

এক সময়ে আমি বসিয়া কিছু লিখিতেছিলাম। জনৈক যুক্তিবাদী লোক জিজ্ঞাসা করিল: কি লিখিতেছেন? আমি বলিলাম, শায়খের (পীরের) ধ্যান করা সম্বন্ধীয় মাস্‌আলা লিখিতেছি।" সে বলিল: "শায়খ বু-আলী সাইনার ধ্যান? দেখুন, তাহার কল্পনাপটে সর্বদা শায়খ বু-আলী সাইনার ধ্যানই লাগা থাকে। কাজেই "শায়খের ধ্যান" বলিতে শায়খ বু-আলী সাইনার কথাই স্মরণ পড়িল যেন তাহার মতে জগতে এই একজন শায়খই আছেন। এতক্ষণ যাহাকিছু বলিলাম, ইহা হইল আলেম শ্রেণীর ভুল

॥ সাধারণ লোকের ভুল ॥

আর সাধারণ শ্রেণীর লোকের ভুল এই যে, তাহারা হিতকর বিদ্যাও শিক্ষা করে না। তাহারা যদিও ক্ষতিকর বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছে; কিন্তু হিতকর ও উপকারী ধর্মীয় বিদ্যা সম্বন্ধেও তাহারা সম্পূর্ণ বে-খবর রহিয়াছে। সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা যে এই ভুল করিয়া যাইতেছে—ইহাও প্রকৃত প্রস্তাবে আলেমর পবিত্র সত্তা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। কেননা, প্রত্যেক অনর্থ আমাদিগ হইতেই প্রকাশ পায়।

www.BANGLAKITAB.com

বস্তুতঃ সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে যে সমস্ত গোলযোগ দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই কোন না কোন আলেম লোক হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। দেখুন, পৃথিবীতে যত প্রকারের বেদ্‌আত বা অশোভনীয় কার্যের বিস্তার হইয়াছে। ইহাতে প্রথমতঃ কোন আলেমেরই হস্তক্ষেপে হইয়াছে। ইহার মুল কারণ এই যে, সাধারণ লোকেরা এলমে দ্বীনকে আরবী ভাষার সহিতই নির্দিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছে। অথচ আরবী ভাষা শিখিবার সুযোগ সকলের হয় না। অতএব, তাহারা উর্দু ভাষায়ও ধর্মীর মাস্‌আলাগুলি শিক্ষা করে নাই। কেননা, উর্দু ভাষায় দ্বীনী মাসায়েল শিখিয়া লওয়াকে তাহারা এলমই মনে কারে না। তাহারা ধারণা করিয়া রাখিয়াছে যে, উর্দু ভাষায় দ্বীনী মাসায়েল শিখিয়া লওয়ার পরেও যখন আমরা 'জাহেল' বলিয়া গণ্য হইব, তখন ইহারই বা প্রয়োজন কি? এই ভুলটি তাহাদের মধ্যে আমাদের দ্বারাই উৎপাদিত হইয়াছে। কেননা, আজকাল ওয়ায়েযগণ এল্‌মের ফযীলত বর্ণনা করিবার সময় যতগুলি হাদীস পাঠ করিয়া থাকেন উহাদের সাথে সাথে একথাও বলিয়া দেন যে, আরবী ভাষা শিক্ষা করা কর্তব্য এবং আরবী শিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসাগুলিকে সাহায্য করা কর্তব্য। সুতরাং যদিও তাঁহারা বলেন যে, দ্বীনী এল্‌ম আরবী ভাষার সহিতই নির্দিষ্ট কিন্তু এল্‌মের ফযীলত প্রসঙ্গে আরবী এল্‌মের অবতারণা এবং আরবী মাদ্রাসাগুলির সাহায্যের প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ দ্বারা সর্বসাধারণের মনে এই ধারণা নিশ্চিতরূপে উৎপন্ন করিয়া দেওয়া হয় যে, এল্‌মের যত ফযীলত ও বিশেষত্ব বর্ণনা করা হইল—সমস্তই আরবী বিদ্যার সহিত সীমাবদ্ধ। আরবী ভিন্ন অন্য ভাষায় দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষা করিলে এ সমস্ত ফযীলত লাভ করা যাইবে না। ওয়ায়েযগণের উদ্দেশ্য তো ছিল শুধু সর্বসাধারণকে মাদ্রাসায় সাহায্য প্রদানের প্রতি উৎসাহিত করা, কিন্তু সর্বসাধারণ তাহাতে বুঝিয়া লইয়াছে যে, কেবল আরবী ভাষায় দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষা করিলেই এ সমস্ত ফযীলত পাওয়া যাইতে পারে। তাহারা হয়ত ইহাই বুঝিয়া থাকিবে যে, আরবী ভাষা আল্লাহ্ তা'আলার ভাষা। আর উর্দু ভাষা আমাদের ভাষা। তাই এল্‌মে-দ্বীন আল্লাহ্ তা'আলার ভাষায়ই হওয়া কর্তব্য। কেবল সর্বসাধারণের রুচিই এইভাবে বিকৃত হয় নাই; বরং কতক তালেবে এল্‌মও এই ভুলের মধ্যে পতিত রহিয়াছে।

মৌলবী মুগীস উদ্দিন নামক এক তালেবে এল্‌ম ছিল। সে মুন্‌ইয়াতুল মুছল্লী নামক কিতাবে এই মাস্‌আলা পড়িয়াছিল যে, "মানুষের কথায় নামায নষ্ট হইয়া যায়। এই মাস্‌আলাটির অর্থ সে এইরূপ বুঝিয়াছিল যে, "উর্দু ভাষায় কথা বলিলে নামায নষ্ট হয়।" একবার সে কোন ইমামের পিছে মুক্‌তাদী হইয়া নামায পড়িতেছিল। ইমাম মাগ্‌রিবের দ্বিতীয় রাকাতে এত দীর্ঘ সময় বসিয়া রহিলেন যে, মুক্‌তাদিগণ সন্দেহ করিতে লাগিল যে, এখন ইমাম সালাম ফিরাইবেন। অতএব, মৌলবী মুগীস উদ্দিন পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল, قُمْ "দাঁড়ান"। ইহাতে ইমামের স্মরণ হইল যে,

www.BANGLAKITAB.com

ইহা দ্বিতীয় রাকআত। কাজেই তৎক্ষণাৎ তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন। মৌলবী মুগীস উদ্দিন মনে মনে খুব আনন্দিত হইল—আজ তাহার আরবী শিক্ষা বড়ই কাজে লাগিয়াছে। সে ইমামের ভুল সংশোধন করিয়া দিয়াছে, অথচ তাহার নামায নষ্ট হয় নাই।

ইমাম সালাম ফিরাইয়া বলিলেন: এই قم শব্দটি কে উচ্চারণ করিয়াছেন? সে অগ্রসর হইয়া বলিলঃ "আমি"। ইমাম বলিলেন: "আপনি নামায পুনরায় পড়ুন। আপনার নামায নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেননা, মানুষের কথায় নামায নষ্ট হইয়া যায়।" তখন মুগীস উদ্দিন সাহেব বলিলেন, "আমি তো আরবী ভাষায় কথা বলিয়াছিলাম।" ইমাম বলিলেনঃ "আচ্ছা! তবে আপনার নিকট আরবী ভাষা মানুষের কথা নহে? যান নামায পুনরায় পড়িয়া লউন।" তখন সে বুঝিতে পারিল যে, আরবীও মানুষেরই ভাষা।

ফলকথা, এরূপ ভুলের মধ্যে বহু লোক পতিত রহিয়াছে। এই কারণেই লোকে মনে করে, আরবী ভাষায় যে দোআ করিলে নামায নষ্ট হয় না তাহা উর্দু কিংবা ফারসী ভাষায় নামাযের মধ্যে পড়িলে নামায নষ্ট হইয়া যাইবে। অথচ ইহা সম্পূর্ণ ভুল ইহাতে নামায নষ্ট হয় না। অবশ্য আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় নামাযের মধ্যে দোআ পাঠ করা হারাম। কিন্তু এই হারাম হওয়ার দরুন নামায ফাসেদ হয় না। আসল লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল দোআর বিষয়বস্তু। যে বিষয়ের দোআ নামাযের মধ্যে আরবী ভাষায় পাঠ করিলে নামায ফাসেদ হয় না, তাহা উর্দু বা ফারসী ভাষায় পড়িলেও ফাসেদ হইবে না। শুধু এতটুকু হইবে যে, তাহা হারাম ও নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাও যদি ইচ্ছাকৃত হয়। অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলে কিংবা হালের প্রভাবে উর্দু কিংবা ফারসী ভাষায় দোআ মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িলে তাহা মাক্‌রূহও হইবে না—যদি বিষয়বস্তুটি নামায নষ্টকারী না হয়।

মৌলবী তাজাম্মুল হুসাইন নামে আমাদের হাজী ছাহেব রাহেমাহুল্লাহুর একজন খাদেম ছিলেন। মক্কা মুয়ায্‌যামা গমনের পর এক দিন তিনি শাফেয়ী ইমামের পশ্চাতে মুক্তাদী হইয়া ফজরের নামায পড়িতেছিলেন। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ ফজরের নামাযে দোআ-য়ে কুনূত পড়িয়া থাকে। হানাফী মুক্তাদিগণ তখন নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে। সকলের দোআ-য়ে কুনূত পাঠ শ্রবণে মৌলবী তাজাম্মুল হুসাইনের উপর এক বিশেষ হালের উদ্ভব হইল। তিনি ভাবিলেন, "সকলে আল্লাহু তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিতেছে, আর আমি মূর্তির ন্যায় নির্বাক দাঁড়াইয়া রহিয়াছি।" তিনি নিজকে সামলাইতে না পারিয়া "পান্দেনামা" কিতাবের নিম্নোক্ত বয়েতগুলি পড়িতে লাগিলেন

پادشاها جرم ما را در گزر + ما گنہگاریم و تو آمرزگار

تو نکوکاری و ما بد کرده ایم + جرم بے اندازه بیحد کرده ایم

بر در آمد بندهٔ بگریخته + آبروے خود بعصیاں ریخته

www.BANGLAKITAB.com

"হে প্রভু! আমাদের গুনাহ মা'ফ কর। আমরা গুনাহ্গার এবং তুমি ক্ষমাকারী, তুমি পুণ্যময় এবং আমরা বদকার পাপী, আমরা অপরিমিত ও অসীম গুনাহ করিয়াছি। পলাতক গোলাম প্রভুর দ্বারে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে, পাপের পঙ্কিলে নিজকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছে।" মোটকথা, তিনি পুরা বয়েতগুলিই পড়িয়া ফেলিলেন এবং চতুর্দিক হইতে মানুষ হত চকিত হইয়া পড়িল—নামাযের মধ্যে এসব কি হইতেছে! নামায শেষ হইলে সকলে বলিয়া উঠিল, এ ব্যক্তির নামায বাতিল হইয়া গিয়াছে, পুনরায় পড়িতে হইবে। হযরত হাজী ছাহেব কেবলার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে হাজী ছাহেব বাহ্, অপূর্ব হালে পতিত হইলেন,। তাই তিনি বুঝিতে পারিলেন, বেচারা 'হালের' প্রাবল্যে এরূপ করিয়াছে, স্বেচ্ছায় করে নাই। তিনি বলিলেন: "নামায বাতিল হয় নাই।" বাস্তবিক ছাহেবে হালের অবস্থা সে-ই বুঝিতে পারে যে ইহার ভুক্তভোগী। আর যাহার উপর এরূপ অবস্থার আবির্ভাব কখনও হয় নাই, সে ইহার কি বুঝিবে? কবি বলেন:

اے ترا خارے بپا نشکستہ کے دانی کہ چیست + حال شیرانے کہ شمشیر بلا بر سر خورند

"ওহে, তোমার পায়ে কখনও কাঁটা বিঁধে নাই, কেমন করিয়া জানিবে যে, মস্তকে বিপদরূপ তরবারির আঘাত ভোগকারী ব্যাঘ্রের অবস্থা কিরূপ?"

আরেফ শীরাযী বলেন:

شب تاریک و بیم و موج گردابے چنین ہائل + کجا دانند حال سبکساران ساحلہا

"রাত্রির অন্ধকারও বিভীষিকাময়, ওদিকে নদীর ঘূর্ণিপাকও তরঙ্গ কত ভীষণ! এমন সংকট মুহূর্তে আমাদের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে তাহা সমুদ্র তীরে আরামে বিচরণকারীরা কোথা হইতে জানিতে পারিবে?"

সারকথা এই যে, যাহারা দিব্যি আরামে তীরের উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহারা সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তির অবস্থা কেমন করিয়া বুঝিবে যে, সে কেমন বিপদের সম্মুখীন হইতেছে?

এই বয়েতটি সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম কথা এই মাত্র আমার মনে পড়িয়াছে। তাহা এই যে, সমুদ্রের তীর দুইটি। একটি এপাড়ে আর অপরটি ওপাড়ে অর্থাৎ সমুদ্র পাড়ি দিয়া যে পাড়ে পৌঁছায়। আলোচ্য বয়েতে এপাড় উদ্দেশ্য,সমুদ্র পাড়ি দিয়া যে পাড়ে পৌঁছা হয়, সে পাড় উদ্দেশ্য নহে। সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি এখনও এপাড়েই দণ্ডায়মান রহিয়াছে সমুদ্রে নামেই নাই, সে ব্যক্তি সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তির অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারে না। কাজেই সে ব্যক্তি নিমজ্জমান ব্যক্তির অবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতে পারে না। কেননা,তাহার অবস্থা সে বুঝিতে সক্ষম নহে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া সাঁতরাইয়া ও হাবুডুবুখাইয়া ওপাড়ে যাইয়া পৌঁছিয়াছে অর্থাৎ, তরীকতের কঠিন পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি সমুদ্রের পথে

www.BANGLAKITAB.com

ভ্রমণকারীর অবস্থা বুঝিতে পারে। কেননা, তাহার উপর দিয়া এমন একটি সময় বহিয়া গিয়াছে যে, সে সাঁতরাইয়া ও হাবুডুবু খাইয়া সমুদ্র অতিক্রম করিতেছিল, যদিও অপর পাড়ে পৌঁছিয়া যাওয়ায় তাহার অবস্থা এখন বেশ শান্ত। এই ব্যক্তি মারেফতের পথ অতিক্রমকারীদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারে। অতএব, পাড়ের লোক দুই প্রকার। এক প্রকারের লোক এখনও সমুদ্রে প্রবেশ করে নাই। ইহারা সমুদ্রের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আর এক প্রকারের লোক সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অপর পাড়ে পৌঁছিয়াছে। বাহ্য দৃষ্টিতে ইহার অবস্থাও তীরবর্তী লোকেরই সমতুল্য; উভয়কে প্রশান্ত দেখা যায়। কিন্তু প্রভেদ এই যে, দ্বিতীয় প্রকারের লোক বিপদ ভুগিবার পর এখন শান্তি লাভ করিয়াছে, আর প্রথম প্রকারের লোক বিপদের সম্মুখীন হয় নাই। উভয় অবস্থার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সুতরাং সমুদ্র অতিক্রমকারী নিমজ্জমান ব্যক্তির অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারে, কিন্তু অন্ধ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি তরীকতপন্থীর 'হাল' সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন করিতে পারে না।

এই কারণেই হাজী ছাহেব মৌলবী তাজাম্মুল হুসাইনের অবস্থার উপর প্রশ্ন করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন বলিয়াই কোন প্রশ্ন করেন নাই। আর যাহারা তাঁহার অবস্থার উপর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল তাহাদের কোনই অধিকার ছিল না। মোটকথা, সাধারণ লোক মনে করে, এমতাবস্থায় নামায নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেননা, নামাযের মধ্যে আরবী ছাড়া অন্য যে কোন ভাষা পাঠ করিলে সাধারণের নিকট নামায নষ্ট হইয়া যায়। এই ভুল ধারণার উৎস ইহাই যে, তাহারা আরবীকে খোদার ভাষা মনে করে, আর উর্দু ফারসী প্রভৃতি ভাষাকে মানুষের ভাষা মনে করে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বিষয়বস্তু নামায নষ্টকারী হইলে তাহা আরবীতে পড়িলেও নামায নষ্ট হইয়া যাইবে, যেমন মৌলবী মুগীসুদ্দিন আরবী ভাষায়ই قم অর্থাৎ "দাঁড়াইয়া পড়ুন" বলিয়াছিল এবং তাহাতে তাহার নামায নষ্ট হইয়াছিল।

॥ আলেমদের ত্রুটি ॥

সাধারণ লোকের এই ভুল ধারণার মূল কারণ প্রধানতঃ আলেমদেরই ত্রুটি। কেননা, তাঁহারা কখনও পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই যে, উর্দু ভাষায় দ্বীনী এলম পড়িলেও সে সমস্ত ফযীলত হাছীল হইতে পারে যাহা এলম সম্বন্ধে হাদীস ও কোরআন শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে। অথচ হাদীস ও কোরআনে কোথাও এরূপ উল্লেখ নাই যে, এলমে দ্বীন শুধু আরবী ভাষার সহিতই নির্দিষ্ট। আলোচ্য আয়াতটি হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, যাহা আখেরাতে কাজে লাগে তাহা হিতকর এলম এবং যাহা আখেরাতের কোন কাজে লাগে না তাহাই অহিতকর বা অনিষ্টকর এলম।

www.BANGLAKITAB.com

ইহাতে এমন কোন উল্লেখ নাই যে, হিতকর বিদ্যা আরবী ভাষায়ই হইতে হইবে। কিন্তু আলেমগণ সম্ভবতঃ একথাটি এই কারণে পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই যে, তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন—"যদি আমরা বলিয়া দেই যে, উর্দু ভাষায় দ্বীনী মাসায়েল শিক্ষা করিয়া লইলেও এল্‌মের ফযীলত লাভ করা যাইতে পারে, তবে আমাদের এই মর্যাদা থাকিবে না। তখন তো সকলেই আলেম বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু আমি বলি, ইহাতেও আলেমদের ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় নাই; বরং দুইটি ক্ষতি হইয়াছে, একটি আলেমের অপরটি সাধারণের। সাধারণের ক্ষতি হইল এই যে, তাহারা যখন এল্‌মে দ্বীনকে আরবী ভাষার সহিত নির্দিষ্ট মনে করিয়াছে এবং আরবী ভাষা শিখিবার সুযোগ বা সাহস সকলের হয় নাই। উর্দু ভাষায় দ্বীনী এলম পড়াকে তাহারা এলমই মনে করে নাই। ফলে দ্বীনী মাসায়েল সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিয়া গিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে দ্বীনী এলম হইতেই বঞ্চিত রহিয়াছে। আলেমদের এই ক্ষতি হইয়াছে যে, সাধারণ লোকেরা যখন এল্‌ম্ হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রহিয়াছে তখন তাহারা আলেমদের মান-মর্যাদা সম্বন্ধেও অন্ধ রহিয়াছে। কেননা, দুনিয়ার নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বস্তুর আদর এবং সম্মান সে-ই করিতে পারে, যে সে সম্পর্কে কিছু না কিছু অবগত আছে।

দেখুন: যদি কোন জমিদার কোন গ্রামের এক বিরাট অংশের মালিক হন, তবে তাঁহার সম্মান ঐ ব্যক্তিই করিতে পারে ঐ গ্রামে যাহার কিছু মাত্র অংশ রহিয়াছে। সে-ই বুঝিতে পারিবে যে, এই ব্যক্তি বড় এবং আমি ছোট। আর সে গ্রামে যাহার কোনই অংশ নাই, সে ব্যক্তি উক্ত জমিদারের মর্যাদা কিছুই বুঝিতে পারিবে না। এইরূপে মণিমুক্তা জহরতের মূল্য সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে—যে ব্যক্তি জীবনে কখনও জহরত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। অনভিজ্ঞের দৃষ্টিতে একখণ্ড লাল পাথর এবং ইয়াকুত পাথর উভয়ই সমান। قدر جوهر شاه بداند یا بداند جوهری "জহরতের মূল্য বুঝিতে পারে—বাদশাহ্ কিংবা রত্ন-ব্যবসায়ী।"

হে আলেম বন্ধুগণ! আপনারা যদি সাধারণ লোককে বাদশাহ্ বানাইতে পছন্দ না করেন, তবে অন্ততঃপক্ষে তাহাদিগকে রত্ন ব্যবসায়ী অর্থাৎ, রত্নের মর্যাদা জ্ঞান সম্পন্ন বানাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে তাহারা রত্নের মূল্য বুঝিতে পারিত যাহা আপনাদের নিকট রহিয়াছে। আর এখন তাহারা যেহেতু দ্বীন হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত রহিয়াছে—কাজেই তাহারা বুঝিতে পারে না যে, আরবী শিক্ষিত আলেমদের নিকট কেমন মূল্যবান রত্ন আছে। অতএব, তাহারা আপনাদের মূল্য কি ছাই মাটি বুঝিবে। হাঁ, যদি তাহারা উর্দু ভাষায় কিছু আকায়েদ এবং ধর্মীয় মাসায়েল পড়িয়া লইত। আবার সে সমস্ত আকায়েদ এবং মাসায়েলের পূর্ণ বিশ্লেষণ আপনাদের মুখে শুনিতে পাইত, তখন তাহারা বুঝিতে পারিত যে,

www.BANGLAKITAB.com

আলেমদের নিকট এইরূপ মহামূল্য রত্ন সম্ভার রহিয়াছে, তখন অবশ্যই তাহাদের নিকট আলেমদের যথেষ্ট কদর হইত।

কিন্তু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কোন বন্ধু এই নিয়তে জনসাধারণকে উর্দু ভাষায় দ্বীনী-এল্‌ম্‌ তা'লীম দিতে আরম্ভ করিবেন না। ইহা তো আমি শুধু এই জন্য বর্ণনা করিয়াছি যে, যদি কেহ নিজের কদর করিবার লোক না থাকার ভয়ে উর্দু ভাষায় সাধারণ লোককে দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষা দিতে না-চাহেন তিনি যেন মনে করেন যে, সাধারণ লোক উর্দু ভাষার সাহায্যে দ্বীনী-এল্‌মের জ্ঞান লাভ করিলে তাহারা আপনার আরও অধিক সম্মান করিবে। অর্থাৎ, একথাটি আমি একটু নীচে নামিয়া বলিতেছি যে, সাধারণ লোককে উর্দু ভাষায় দ্বীনী-এল্‌ম শিখাইতে নিজেদের মর্যাদা হানির আশঙ্কা করিবেন না। অন্যথায় প্রকৃত প্রস্তাবে ভাবিয়া দেখুন, সর্বসাধারণের নিকট হইতে সম্মান বা অসম্মান লাভের কি মূল্য আছে যে, উহার পরোয়া করা হইবে? সাধারণ লোকের সমর্থন বা শ্রদ্ধা এমন কি বস্তু যে, উহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইবে? আলেমদের অভিরুচি তো এইরূপ হওয়া উচিত :

دلا را ئے که داری دل درو بند + دگر چشم از همه عالم فرو بند

"তোমার যে প্রিয়জন রহিয়াছে অন্তর তাঁহাতেই নিবদ্ধ কর। এতদ্ভিন্ন সমস্ত জগৎ হইতে চক্ষু বন্ধ কর।"

জনসাধারণ কদর করিয়া তোমাকে কি দিতে পারিবে? শুধু দুনিয়ার কয়েক খণ্ড ভাঙ্গা টুক্‌রা। এল্‌মের দ্বারা আপনি যে পূর্ণতা গুণ লাভ করিয়াছেন উহার সম্মুখে ইহার অস্তিত্ব কি?".

কবি বলেন :

خلیل آسا در ملک یقین زن + نوائے "لا احب الافلین" زن

زر و نقره چیست تا مجنون شوی + چیست صورت تا چنین مفتون شوی

"ইব্‌রাহীম খলিলের (আঃ) মত বিশ্বাস অর্জন কর। لا احب الافلين অর্থাৎ, "নশ্বর পদার্থকে আমি পছন্দ করি না" ধ্বনি উত্থিত কর। স্বর্ণ-রৌপ্য কি পদার্থ যে, উহার জন্য পাগল হইবে? উহার রূপই বা কি যাহার জন্য এত আত্মহারা হইয়া পড়িবে?"

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল আলেমদের মধ্যে এই অভিরুচির যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। আজকাল অধিকাংশ লোক এল্‌ম শিক্ষা করার পরেও সর্ব-সাধারণের দৃষ্টিতে মান-সম্মান ও পদমর্যাদার প্রত্যাশী রহিয়াছেন। এই কারণেই তাঁহারা সর্বসাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য কোন কোন সময় এমন কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়েন—যাহাকে তাঁহারা অন্তরে সমর্থন করেন না। কেহ কেহ যখন দেখেন যে, অমুক জায়গায় অবস্থান করিলে সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে আমার কোন

www.BANGLAKITAB.com

মর্যাদা থাকিবে না, তখন সেই স্থান ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন এবং যেই জায়গায় গেলে তিনি অধিক সম্মান লাভ করিবেন বলিয়া আশা করেন, তদ্রূপ স্থানের অন্বেষণ করিতে থাকেন।

কতক লোক এমনও আছেন যাঁহারা সর্বদা এইরূপ চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন যেন বাজারে কিংবা কোন স্থানে গেলে দুই চারি জন লোক তাহাদের সহচররূপে সঙ্গে থাকে, একাকী চলাফেরা করা তাহাদের পছন্দনীয় নহে। অথচ হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবস্থা এইরূপ ছিল যে, পথিমধ্যে তাঁহার সহিত কিছু সংখ্যক ছাহাবী একত্রিত হইলে তিনি তাঁহাদের কয়েকজনকে সম্মুখে এবং কয়েজনকে পশ্চাতে রাখিতেন। তিনি সকলের সম্মুখে কখনও থাকিতেন না।

এইরূপে মজলিসে গেলে তিনি যেখানে স্থান দেখিতেন সেখানেই বসিয়া পড়িতেন। তাঁহার বসিবার জন্য কোন বিশিষ্ট স্থান ছিল না। এমনকি বহিরাগত কেহ বুঝিতে পারিত না যে, ইহাদের মধ্যে মোহাম্মদ (দঃ) কে?" যে পর্যন্ত না সে জিজ্ঞাসা করিত যে, من محمد فيكم "তোমাদের মধ্যে মোহাম্মদ (দঃ) কে?" এবং ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উত্তরে বলিয়া দিতেন যে, هذا الابيض المتكئ "অর্থাৎ এই গৌর বর্ণের লোকটি যিনি ঠেস্ দিয়া বসিয়াছেন ইনিই হযরত মোহাম্মদ (দঃ)।"

হুযুর (দঃ) মক্কা হইতে হিজরত করিয়া যখন মদীনায় পৌঁছিলেন, তখন মদীনাবাসীরা শহর হইতে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি হুযুর (দঃ)-এর চেয়ে বয়সে দুই কিংবা আড়াই বৎসরেরই ছোট ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দৈহিক শক্তি হুযুরের মত সবল ছিল না। কাজেই বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও দেখিতে তাঁহাকে হুযুর (দঃ)-এর চেয়ে বয়স্ক বলিয়া বোধ হইত। কেননা, তাঁহার চুল অধিক সাদা হইয়া গিয়াছিল। আর হুযুর (দাঃ)-এর সর্ববিধ শক্তি খুব দৃঢ় ও সবল ছিল। তৎকালে সম্ভবতঃ তাঁহার একটি চুলও সাদা হইয়াছিল না। কেননা, এন্তেকালের সময় হুযুর (দঃ)-এর মাত্র অল্প কয়েকটি চুলই সাদা হইয়াছিল। হিজরতের ঘটনা ছিল এন্তেকালের দশ বৎসর পূর্বে। অতএব, তখন সম্ভবতঃ তাঁহার একটি চুলও সাদা হইয়াছিল না। এই কারণে অনেকেই হযরত আবুবকরকেই রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) মনে করিয়াছিল। সকলে আসিয়া হযরত আবু বকরের সহিত 'মুছাফাহা' করিতে আরম্ভ করিল। হুযূরের সহিত কেহই মুছাফাহা করে নাই। দেখুন কি বিচিত্র নম্রতা!

হুযুর (দঃ)ও কাহাকেও বলেন নাই যে, "আমার সঙ্গে মুছাফাহা কর। আমিই আল্লাহুর রাসূল মোহাম্মদ।" আবার দেখুন, হযরত আবু বকরের সরলতা তিনিও মুছাফাহা করিতে অস্বীকার করেন নাই। যে কেহ মুছাফাহা করিতে আসিত নির্বিকার মনে হাত বাড়াইয়া দিতেন। তিনি সম্ভবতঃ ইহাতে হুযুর ছাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহে ওয়াসাল্লামের আরামের চিন্তা করিয়া থাকিবেন যে, এতটুকু কষ্টই বা হুযুর (দঃ)কে কেন দিব ? মোটকথা, অনেক্ষণ যাবৎ মানুষ হযরত আবু বকরকেই আল্লাহ্‌র রাসূল মনে করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে যখন হুযুর (দঃ)-এর দেহে রৌদ্রের তাপ লাগিতে আরম্ভ করিল, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইয়া নিজের চাদর দ্বারা হুযুরের উপর ছায়া করিতে লাগিলেন। ইহাতে লোকে বুঝিতে পারিল যে, ইনি খাদেম, যাহার সঙ্গে আমরা মুছাফাহা করিতেছিলাম এবং অপর জন প্রভু। আচ্ছা বলুন তো, এই বিনয়ের ও সরলতার কোন সীমা আছে ?

কিন্তু আজকাল তো মানুষ নিজে নিজেই বড় হওয়ার চেষ্টা করিয়া থাকে। আর যদি কেহ চেষ্টা নাও করে, তবুও সর্বসাধারণ তাহার পা চুম্বন করিলে সে মনে মনে সন্দেহ করিতে থাকে যে, আমি অবশ্যই একজন বড় মানুষ, তাই তো ইহারা আমার এত সম্মান করিতেছে। ইহা অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, মানুষের অনেক দোষ এমন আছে যাহা সে জানে এবং অপরে জানে না। অর্থাৎ, অন্যান্য লোক তাহার দোষ সম্বন্ধে অজ্ঞ ও জাহেল। কিন্তু সে জাহেল ও অজ্ঞ লোকদের নিকট তা'যীম ও সম্মান পাইয়া মনে করিতে আরম্ভ করে যে, আমি বাস্তবিকই এই তা'যীম পাওয়ার উপযুক্ত এবং নিজের মধ্যে যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি আছে বলিয়া নিশ্চিতরূপে তাহার জানা আছে সেগুলির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না ; বরং সেগুলি ভুলিয়াই যায়।

যেমন কথিত আছে যে, কোন এক নাপিতের স্ত্রী জনৈকা ভদ্র মহিলাকে নাকের নথ খুলিয়া মুখ ধৌত করিতে দেখিয়া মনে করিল, সে বিধবা হইয়া গিয়াছে। দৌড়িয়া নিজের স্বামীর নিকট আসিয়া বলিল : "কি দেখিতেছ : সত্বর যাও এবং অমুক ব্যক্তিকে (অর্থাৎ উক্ত ভদ্র মহিলার স্বামীকে) সংবাদ দাও, "তোমার স্ত্রী বিধবা হইয়া গিয়াছে।" সেই নাপিতও তেমনই আহ্‌মক ছিল। দৌড়িয়া গেল, ঘটনাক্রমে সেই লোকটিও নির্বোধ ছিল। নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাড়ীতে সব ভাল আছে তো ? নাপিত বলিল : 'হুযুর সবই ভাল ; কিন্তু আপনার স্ত্রী বিধবা হইয়া গিয়াছে।' বাস এই সংবাদ শ্রবণ করিতেই তিনি কান্না-কাটি জুড়িয়া দিলেন। এক বন্ধু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : "ভাল তো ? এই কান্নাকাটি কিসের ? বলিল : "আমার বিবি বিধবা হইয়া গিয়াছে।" বন্ধু বলিলেন : 'আরে খোদার বান্দা ! একটু বিবেক বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ কর। তুমি যখন জীবিত রহিয়াছ, তখন তোমার স্ত্রী বিধবা কেমন করিয়া হইল ?' সে কি বলে শুনুন, ইহা তো আমিও বুঝি, কিন্তু বাড়ী হইতে যে বিশ্বস্ত নাপিত সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে।

বন্ধু, আজকালকার লোকদের মধ্যে অনেকেরই এই অবস্থা। তাহারা নিজেদের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে খুবই অবগত আছে এবং ভাল করিয়া বুঝে যে, আমি কোন তা'যীমেরই যোগ্য নহি। কিন্তু মানুষের সম্মান ও তা'যীম দেখিয়া ধারণা করে যে, বিশ্বস্ত

www.BANGLAKITAB.com

ও নির্ভরযোগ্য লোক যখন আমার সম্মান করিতেছে, তবে সম্ভবতঃ আমার অবস্থা ইহারা আমার চেয়ে অধিক অবগত আছে এবং যে সমস্ত দোষ আমার মধ্যে আছে বলিয়া আমি মনে করিতেছি তাহাও বোধ হয় নাই। অতএব, সেই কথাই হইল, "বাড়ী হইতে যে বিশ্বস্ত নাপিত সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে।"

জনৈক মোল্লাজী ছেলেপিলেদিগকে পড়াইতেন। এক দিন ছেলেরা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল, আজ যে প্রকারেই হউক ছুটি লইতে হইবে। সকলে একমত হইয়া ঠিক করিল যে, মোল্লাজী আসা মাত্রই একটি ছেলে চিন্তান্বিত চেহারা ধারণ করিয়া তাঁহাকে বলিবে: "হুযূর ভাল আছেন তো? আপনার চেহারা কিছু রোগা রোগা মনে হইতেছে। অতঃপর এক এক করিয়া প্রত্যেকে তাঁহার সামনে যাইবে এবং ইহাই বলিতে থাকিবে। যাহা হউক, মোল্লাজী আসিলেন। তৎক্ষণাৎ একটি ছেলে চিন্তান্বিত সাজিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, হুযূরের শরীর কেমন? ভাল আছেন তো? মুখ খানি যেন কিছু রোগা রোগা মনে হইতেছে। মোল্লাজী তাহাকে ধমকাইয়া দিলেন, "যা, যা, বসিয়া নিজের কাজ কর। আমি বেশ ভালই আছি। এই মাত্র পেট ভরিয়া খাইয়া আসিলাম।" সে তো যাইয়া বসিয়া পড়িল। আর একজন আসিয়া তদ্রূপ বলিল, মোল্লাজী তাহাকেও ধমকাইয়া দিলেন। তৃতীয় একজন আসিল, এখন মোল্লাজীর মনে সন্দেহ ঢুকিল তাহাকেও হটাইয়া দিলেন, কিন্তু একটু নরম সুরে। এখন কার পূর্বের মত তেজ নাই। চতুর্থ জন আসিল। এখন তো মোল্লাজীর সন্দেহ দৃঢ় হইয়া গেল। "বাস্তবিকই হয়ত আমার চেহারা রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাই তো ছেলেরা সকলে আসিয়া আমার স্বাস্থ্যের খবর লইতেছে। অতঃপর আর এক জন আসিল, এখন তো মোল্লাজীর দস্তর মত জ্বরই আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি কাপড় গায়ে জড়াইয়া বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন এবং মক্তব বন্ধ করিয়া দিলেন। ছেলেরা ছুটি পাইল।

মোল্লাজী আহা, উহু করিতে করিতে বাড়ী পৌঁছিলেন, বিবি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: "কি হইল? এখনই তো এখান হইতে ভাল মানুষটি গেলে?" মোল্লাজী তাঁহাকে লইয়া পড়িলেন। "তুমি তো ইহাই চাও যে, আমি মরিয়া যাই, আর তুমি অন্যত্র বিবাহ কর, কাজেই তো বলিতেছ—"তুমি তো এই মাত্র এখান হইতে ভাল মানুষটি গিয়াছিলে।" আমি ভাল মানুষটি গিয়াছিলাম? তখনই আমার চেহারা রুগ্ন ছিল। ছেলেরা বুঝিতে পারিয়াছে আর তুমি বুঝিতে পার নাই যে, আমি রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছি।

ফলকথা, কথায় কথায় আশে-পাশের লোকজন আসিয়া জড় হইল। মোল্লাজী তাহাদের নিকট স্ত্রী সম্বন্ধে অভিযোগ করিল। তখন এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, মোল্লাজী তোমার বুদ্ধি কোথায়? ছেলেরা তো তোমার সঙ্গে দুষ্টামি করিয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

তাহারা তোমার নিকট হইতে ছুটি লওয়ার জন্য এই ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। এই মাত্র তাহাদিগকে রাস্তায় বলিতে শুনিলাম, আজ আমরা খুব ছুটি লইয়াছি। তুমি নির্বোধ বলিয়া তাহাদের ধোকায় পড়িয়া গিয়াছ। তখন মোল্লাজীর কিছু হুশ হইল। বন্ধুগণ! এই গল্পে তো সকলেই মোল্লাজীকে নির্বোধ সাব্যস্ত করিবেন। কিন্তু খবর নাই যে, আমরা সকলেই এরূপ নির্বুদ্ধিতার মধ্যে পতিত আছি। যখনই চারি জন লোক আসিয়া আমাদের হাত-পা চুম্বন করিতে আরম্ভ করিল, তখনই আমাদের সন্দেহ হইতে লাগিল সত্যই আমরা বুযুর্গ লোক। এই মর্মেই মাওলানা বলিতেছেন:

این نشن گوید نے منم انبار تو + انش گوید نے منم همراز تو
اوچو بیند خلق را سر مست خویش + از تکبر می رود از دست خویش
اشتها ر خلق بند محکم ست + بندا واز بند آهن کے کم ست
خویش را رنجور ساز وزار زار + تا ترا بیرون کنند از اشتهار

"এই ব্যক্তি তাহাকে বলে না, আমি তোমার শরীক। ঐ ব্যক্তি তাহাকে বলে না, আমি তোমার রহস্য-সঙ্গী। সে যখন মানুষকে নিজের প্রতি অনুরক্ত দেখিতে পায় অহংকারে আত্মহারা হইয়া পড়ে। মানুষ-সমাজে খ্যাতি লাভ করা একটি মজবুত বন্ধন বিশেষ। ইহার বন্ধন লৌহ বন্ধষ অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। নিজেকে দুঃখিত ও দুর্বল করিয়া রাখ, তাহা তোমাকে খ্যাতিলাভের মোহ হইতে মুক্ত করিবে।"

উপরে যাহাকিছু বলা হইল, তাহা সর্বসাধারণ লোকের তা'যীম ও সম্মানের আভ্যন্তরীণ অনিষ্টকারিতা। আর জগতে উহার বাহ্যিক অনিষ্টকারিতা এই যে:

خشمها و چشمها و رشکها + بر سرت ریزد چو آب از مشکها

"ক্রোধ, কুদৃষ্টি এবং হিংসা তোমার মাথার উপর বর্ষণ করিবে যেমন মোশক হইতে পানি ঢালা হয়।" অর্থাৎ, যেখানেই সর্বসাধারণ কাহারও অতিরিক্ত সম্মান ও তা'যীম আরম্ভ করিয়া দিল, তখনই মানুষ তাহার প্রতি হিংসা পোষণ করিতে শুরু করিল তাহার বহু শত্রু জন্মিয়া গেল। তাহারা সেই তা'যীম ও সম্মান দেখিলে তাহাদের চক্ষু জ্বালা করিতে থাকে। দিবা-রাত্র এই চেষ্টা করিতে থাকে—কি প্রকারে সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে তাহাকে হেয় করা যায়। সুতরাং তাহারাই সুখে ও শান্তিতে বাস করে, যাহাদের কোন খ্যাতি নাই। যাহাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসাই করে না, তাহার সহিত কাহারও হিংসাও থাকে না, শত্রুতাও থাকে না।

آنانکه بکنج عافیت بنشستند + دندان سگ و دهان مردم بستند
کاغذ بدریدند و قلم بشکستند + وز دست و زبان حرف گیران رستند

"যাহারা (সুখ্যাতি ও মান-মর্যাদার প্রত্যাশা ছাড়িয়া) নিরাপদে ঘরে বসিয়া রহিয়াছেন তাঁহারা কুকুরের দাঁত এবং মানুষের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কাগজ

www.BANGLAKITAB.com

ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন, কলম ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন এবং সমালোচনাকারীদের হাত ও মুখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।"

যাহা হউক, আমি বলিতেছিলাম, সর্বসাধারণের সম্মান এবং তা'যীম লাভ করা এবং তাহাদের দৃষ্টিতে মান-মর্যাদা অর্জন করা এমন বস্তু নহে যাহার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। চুলায় যাক্ সর্বসাধারণের মনস্তুষ্টি। মানুষের কর্তব্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ অন্বেষণ করা। কেননা, সাধারণ লোকের ভক্তি লাভের বিভিন্ন প্রকারের অনিষ্টকারিতা আমি আপনাদিগকে বলিয়া দিয়াছি। তাহাতে ভিতর-বাহির উভয় দিকেরই ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকে। إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ। "কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে রক্ষা করেন" তাহার কথা স্বতন্ত্র।

।। আলেমদের প্রতি হেদায়ত ।।

সুতরাং এল্‌মের ফযীলত কেবল মাত্র আরবী ভাষার সহিত সীমাবদ্ধ না করা আলেমদের কর্তব্য। ইহাও ধারণা করা উচিত নহে যে, উর্দু ভাষায় দ্বীনী-এল্‌মশিক্ষার্থী যদি আলেমের সমান মর্যাদার অধিকারী হইয়া গেল, তবে আমাদিগকে কে জিজ্ঞাসা করিবে? আমি বলি, তোমরা এরূপ ধারণাকে অন্তর হইতে বিতাড়িত করিয়া দাও এবং নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া দাও। অতঃপর দেখিবে তোমাদেরই সম্মান বৃদ্ধি পাইবে। নিজেকে বিলুপ্ত করার মধ্যে এই বিশেষত্ব আছে যে, তাহাতে খ্যাতি বাড়িয়া যায়। আমি তো বলিয়াই থাকি যে, যাহারা মান-মর্যাদার প্রত্যাশী তাহারা মানমর্যাদা লাভের পন্থাই জানে না। সম্মানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেই সম্মান আরও অধিক লাভ হয়, অন্বেষণে বা প্রত্যাশার দ্বারা লাভ হয় না। কিন্তু আবার ইহাও বলিয়া রাখিতেছি যে, সম্মান বৃদ্ধি পাওয়ার নিয়তে যদি কেহ সম্মানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়, তাহার কিছুই লাভ হইবে না। যদি কেহ এই নিয়তে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে যে, ইহাতে আমি বিনয়ী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিব, তবে এরূপ বিনয়ও অহংকারেরই শামিল হইবে। মোটকথা, নিজেকে গোপন করিয়া রাখার মধ্যে এই বিশেষত্ব আছে যে, তাহাতে খ্যাতি লাভ হয়। একজন বুযুর্গ লোক বলিতেছেন :

گرشهرت هوس داری اسیر دام عزلت شو + که در پرواز دارد گوشه گیری نام عنقا را

"খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে নির্জন কোণের বন্দী হও। কেননা, আত্মগোপনই ওন্‌কা পক্ষীর নামকে বিখ্যাত করিয়া রাখিতেছে।" আর একটি কথা এই যে, তুমি সারা জগতবাসীকে আলেম বানাইয়া দিলেও পরিশেষে তুমিই বড় থাকিবে। কেননা, তবুও তুমি হইবে ওস্তাদ আর সারা জগত হইবে তোমার ছাত্র। ছাত্র যতই বড় হউক না কেন মর্যাদায় ওস্তাদের চেয়ে খর্বই থাকে, যদিও

www.BANGLAKITAB.com

বাহিরে বড় বলিয়া মনে হয়। যেমন, কেহ যদি নিজের ছোট ভাইকে মোটা তাজা হওয়ার জন্য দুধ-ঘি খাওয়ায় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে সে এমন মোটা তাজা হইয়া পড়ে যে, বাহ্য দৃষ্টিতে তাহাকে বড় ভাই অপেক্ষা বড় এবং বড় ভাইকে তাহার চেয়ে ছোট বলিয়া বোধ হইতে থাকে, তবে কি মর্যাদার এবং সম্মানের দিক দিয়াও বড় ভাই তাহার চেয়ে ছোট হইয়া যাইবে? কখনই নহে, বড় ভাই তবুও বড়ই থাকিবে। অনুরূপ ভাবে সমস্ত মানুষ যখন তোমার ছাত্র হইবে তোমার তখনকার মর্যাদা এখনকার মর্যাদা অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। কেননা, তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, তোমার মধ্যে এল্‌মরূপ মহামূল্য রত্ন রহিয়াছে। 'মীযান' (প্রাথমিক আরবী ব্যাকরণ) পাঠকারী 'শরহে মোল্লাজামী (উচ্চস্তরের আরবী ব্যাকরণ) পাঠকারীকে এই জন্য সম্মান করে যে, সে বুঝিতে পারে—শরহে মোল্লাজামীর ছাত্র এই স্তরের তালেবে এল্‌ম, আর যে ব্যক্তি কিছুই পড়ে নাই তাহার দৃষ্টিতে 'মীযান' পাঠকারী এবং শরহে মোল্লাজামী পাঠকারী উভয়েই সমান।

মোটকথা, পাঠ্য তালিকার মধ্যে ব্যাপৃতি দান করা আলেমদের কর্তব্য। একটি তালিকা পূর্ণাঙ্গরূপে তাহাদের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত যাহারা আরবী ভাষা শিখিবার সুযোগ এবং অবসর পায়, আর এক প্রকারের আরবী পাঠ্য তালিকা সে সমস্ত লোকের জন্য সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত যাহারা আরবী পড়িতে আগ্রহশীল কিন্তু অবসর কম। তৃতীয় প্রকারের পাঠ্য তালিকা উর্দু ভাষায় সে সমস্ত লোকের জন্য হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহারা আরবী পড়িতে পারে না। তাহাদিগকে উর্দু ভাষার মাধ্যমে ধর্মের আবশ্যকীয় শিক্ষা প্রদান পূর্বক ইস্‌লামী আকায়েদ এবং কারবার সম্বন্ধীয় বিধানগুলি জানাইয়া দেওয়া উচিত। চতুর্থ প্রকারের আর একটি পাঠ্য তালিকা ঐ বুড়ো তোতাদের জন্য নির্ধারিত হওয়া উচিত, যাহারা উর্দুও পড়িতে পারে না। কেননা, সে বুড়ো লোকদের পক্ষে এখন মক্তবে যাইয়া শিক্ষা লাভ করা কঠিন। তাহাদের শিক্ষা প্রদানের জন্য এই পন্থা অবলম্বন করা উচিত যে, কোন একজন আলেম প্রতি সপ্তাহ অন্তর এক দিন কিতাব সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগকে পড়িয়া শুনাইবেন এবং ভালরূপে বুঝাইয়া দিবেন। এই উপায়ে গ্রামের সকল লোকই শিক্ষা লাভ করিতে পারে। গ্রামের লোকদেরও কর্তব্য একজন আলেম লোককে নিজেদের গ্রামে নিযুক্ত করিয়া রাখা। দশ পনর টাকা মাসিক বেতনে এমন এক জন আলেম অবশ্যই তাঁহারা পাইবেন যিনি অন্ততঃ সপ্তাহে এক দিন তাঁহাদিগকে ধর্মের আবশ্যকীয় মাস্‌আলাগুলি শিক্ষা দিবেন। আলেমদেরও উচিত গ্রামের লোকদের শিক্ষা প্রদানেরপ্রতি মনোযোগী হওয়া। ইহাতে একটি স্বার্থ এই হইবে যে, তাহাদিগকে 'উপযুক্ত শিক্ষা দিলে তাহারা কাহারও ধোকায় পতিত হইবে না। অন্যথায় কোন মূর্খ ওয়ায়েয তাহাদিগকে বিপথে চালিত করিতে পারে। তখন যে

www.BANGLAKITAB.com

সম্মান আজকাল তোমরা তাহাদের নিকট হইতে লাভ করিতেছ তাহা সমস্তই লোপ পাইবে। এমন ঘটনা অনেকই দেখিতে পাওয়া যায়।

এক ব্যক্তি গ্রামে যাইয়া চিন্তা করিল, কোন উপায়ে এসমস্ত মোল্লাদের পাততাড়ি উঠাইয়া দেওয়া উচিত। সে এক পন্থা অবলম্বন করিল যে, সমস্ত মোল্লাদের পরীক্ষা লইতে আরম্ভ করিল। সে সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, বলুন তো نمی دا نم বাক্যের অর্থ কি? যদি কোন মোল্লাজি উহার অর্থ বলিতে না পারিতেন তবে তো অপদস্ত হইতেনই। আবার কেহ অর্থ জানিলেও তাহাকে ইহাই বলিতে হইত, "আমি জানি না" কেননা, نمی دا نم বাক্যের অর্থ ইহাই। তখন সে জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিত, তোমাদের মোল্লা নিজেই স্বীকার করিল যে, সে ইহার অর্থ জানে না। নিজের মূর্খতা সে নিজেই স্বীকার করিতেছে। তখন গ্রামবাসীরা বুঝিত যে, বাস্তবিকই এই মোল্লা মূর্খ। ইহাকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত।

আর এক ব্যক্তি কোন এক গ্রামে যাইয়া তথাকার মোল্লাকে জিজ্ঞাসা করিল, বলুন তো ایمان। নোক্তাওয়ালা না নোক্তাশূন্য? বাহ্য দৃষ্টিতে তো এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলা উচিত ছিল যে, ایمان। নোকতাওয়ালা। কেননা, ইহাতে ی এবং ن অক্ষরদ্বয় নোক্তাবিশিষ্ট, কাজেই ایمان। শব্দ নোকতাওয়ালা হইল; কিন্তু প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য ইহা ছিল না। সেই মোল্লাজীও ছিলেন বেশ চতুর। তিনি বলিলেন: ایمان। নোক্তাশূন্য। পরীক্ষাকারী জিজ্ঞাসা করিল: "কিরূপে?" তিনি বলিলেন: 'দেখ ঈমান لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ কলেমাকে বলা হয়। এই কলেমার কোন অক্ষরেই নোক্তা নাই।' ইহা শুনিয়া পরীক্ষক বলিল: "আপনি উত্তর ঠিকই দিয়াছেন। কিন্তু উহার কারণ ঠিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই।" মোল্লাজী বলিলেন: "আচ্ছা তবে তুমি ঠিক কারণ বলিয়া দাও।" সে বলিল: "ঈমানকে এই কারণে নোক্তাবিহীন বলা যায় যে, তুমি যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর, তুমি কি মুসলমান? সে উত্তরে বলে, الحمد لله। এবং দেখ ইহার কোন অক্ষরে নোক্তা নাই।" মোল্লাজী ইহা শুনিয়া চিন্তা করিলেন, গ্রাম-বাসীদের সম্মুখে ইহার কথাকে কোন প্রকারে ভুল প্রমাণ করিতে হইবে। অতএব, তিনি বলিলেন, তোমার বর্ণিত এই কারণ মোটেই ঠিক নহে। কেননা, এই প্রশ্নের উত্তরে মানুষ শুধু الحمد لله। না বলিয়া شکر الحمد لله "শোকর আলহামদুলিল্লাহ্" বলে এবং দেখিতেই পাইতেছ এই উত্তরে ش অক্ষরে নোক্তা আছে। কাজেই ایمان। নোক্তাওয়ালা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং আমি যে কারণ বর্ণনা করিয়াছি তাহাই ঠিক। বস্, অতটুকু কথায়ই মোল্লাজীর জয় হইল এবং গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল যে, আমাদের মোল্লাজী বড়ই শিক্ষিত লোক। যাহা হউক, আমার বক্তব্য এই ছিল যে, গ্রামের অজ্ঞ লোকদিগকে শিক্ষা প্রদান করিলে একটি স্বার্থ ইহাও

www.BANGLAKITAB.com

হইবে যে, তোমরা গ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারিবে; কেহ তোমাদিগকে ধোকায় ফেলিতে পারিবে না। ইহা তো একটি কৌতুকের কথা বলিলাম। তোমরা যদি টিকিতেও না পার তথাপি তোমাদের পুরস্কার আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রাপ্য হইবে। সওয়াব কোথায়ও যাইবে না। ইহা কি কম স্বার্থ? অতএব, তোমরা রুটির চিন্তা করিও না। আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা কর। রুটির চিন্তা করা আলেম লোকের উচিত নহে। আলেমের শান নিম্নরূপ হওয়া উচিত:

اے دل آں بہ کہ خراب از مے گلگوں باشی + بے زر و گنج بصد حشمت قارون باشی
در رہ منزل لیلے کہ خطر ہاست بجاں + شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی

"হে মন! দরিদ্রতা ও ফকীরীর রঙ্গীন শরাবে মত্ত থাকা তোমার জন্য কারূনের ন্যায় ধনবান হইয়া মহা জাঁকজমকে থাকা অপেক্ষা বহু গুণে উত্তম। প্রিয়তমের এশ্‌কের পথে জীবনের উপর অনেক বিপদ আছে। তথায় প্রথম পদক্ষেপের শর্ত এই যে, তোমাকে পাগল হইতে হইবে।" আলেমদের উচিত, নিজেদের অনাহারের জন্য গর্বিত থাকা। লোকের ধন-দৌলতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা উচিত নহে এবং মনে এরূপ বলা উচিত:

ما اگر قلاش و گر دیوانہ ایم + مست آں ساقی و آں پیمانہ ایم
او ست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد + مر عسس رادید و در خانہ نہ شد

"আমরা যদিও দরিদ্র কিংবা আমরা পাগল, কিন্তু আমরা সেই "শরাবে এশ্‌কের সাকী (শরাব পরিবেশনকারী) এবং পেয়ালার পাগল। যে ব্যক্তি (আমাদের ন্যায়) পাগল নহে সেই প্রকৃত পাগল। সে দ্বারবানকে দেখিয়াই পশ্চাৎপদ হইয়াছে ঘরে প্রবেশ করে নাই।"

॥ এল্‌মের পরশমণি ॥

আমি সত্যই বলিতেছি যে, এল্‌মের মধ্যে এমন স্বাদ রহিয়াছে যাহার সম্মুখে দুনিয়ার যাবতীয় স্বাদ তুচ্ছ। আলেম হইয়া দুনিয়ার লোভ? তাজ্জুবের কথা: দুনিয়া কোন্ ছাই বস্তু, এল্‌মের সম্মুখে উহার অস্তিত্ব কি? তবে তোমাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা। সে সম্বন্ধে নিশ্চিত থাক—আলেম লোক কখনও ভুকা থাকে না। ভুক্ নিবৃত্তির চেয়ে অধিক তোমাদের প্রয়োজন নাই। আলেম লোকের উচিত পরমুখাপেক্ষী না থাকা। দুনিয়াদারদের মনে কখনও এই চিন্তা যেন না আসিতে পারে যে, আলেমেরা আমাদের মুখাপেক্ষী।

বন্ধুগণ: তোমরা কি 'কিমিয়াগার (রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ প্রস্তুতকারী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া গেলে? তাহারা এই যৎসামান্য ভিত্তিহীন বস্তুর প্রভাবে এমন অভাবশূন্য হইয়া যায় যে, নওয়াব এবং বাদশাহ্‌কেও নিজেদের সম্মুখে তুচ্ছ মনে

www.BANGLAKITAB.com

করে। অথচ তোমাদের নিকট এত বড় কিমিয়া রহিয়াছে যাহার সম্মুখে সহস্র কিমিয়া ধূলিকণা সদৃশ। এল্‌মের কিমিয়া এমন সম্পদ যাহার সাহায্যে বেহেশ্‌ত্‌ এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ ভাগ্যে জোটে। ইহার মোকাবেলায়, আল্লাহ্‌র কসম সপ্তবসুন্ধরার রাজত্বও তুচ্ছ। অতএব, আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় কিমিয়ার অধিকারী হইয়াও তোমরা দুনিয়াদারের খোশামোদ করিতেছ! তাহাদের ধন-দৌলতের প্রতি লোভ করিতেছ! এই চিন্তা তোমাদের করা উচিত নহে যে, সকলকে আলেম বানাইয়া দিলে আমাদিগকে কে জিজ্ঞাসা করিবে? আমি বলিতেছি, তোমাদের তত্ত্বাবধান করিবেন আল্লাহ্‌ তা'আলা যাঁহার হাতেই আসমান ও জমিনের সমস্ত ধন ভাণ্ডার। খোদা যখন তোমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, তখন তিনি কখনও তোমাদিগকে অনাহারে মারিবেন না। তবে তোমাদের কিসের চিন্তা? অতএব, দ্বীনি এল্‌মের তা'লীম ব্যাপক হওয়া উচিত। ইহার পন্থা আমি বলিয়া দিয়াছি। এখন শুধু স্ত্রী-শিক্ষার মাস্‌আলাটি বর্ণনার বাকী রহিয়াছে। স্ত্রী-লোকদিগকে তাহাদের স্বামিগণ শিক্ষা প্রদান করিবে: একজন স্ত্রী লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সে অনেকজন স্ত্রী লোককে শিক্ষা দিতে পারে।

নিন, আমি এখন পন্থা বলিয়া দিলাম যদ্দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত মুসলমানই আলেম হইতে পারে। কিন্তু এই পন্থা অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। তাহাও দৃঢ়তা সহকারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলমানদের মধ্যে দৃঢ়তারই অভাব। কোন কাজই পূর্ণরূপে সমাধা করিতে চায় না। অথাৎ এল্‌ম পূর্ণরূপে সম্পন্ন করার বিষয়। কেননা, ইঁহার ধারাবাহিকতা কখনও শেষ হয় না। এল্‌ম শিক্ষা করা সারা জীবনের কাজ। কবি বলেন:

اندریں راہ می تراش و می خراش + تا دم آخر دمے فارغ مباش -
تا دم آخر دمے آخر بود + کہ عنایت با تو صاحب سر بود

"এই পথে যত্ন ও চেষ্টা সহকারে প্রবৃত্ত থাক। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এক মুহূর্তও অবসর থাকিও না, যেন তোমার অন্তিম মুহূর্ত পথের শেষ মুহূর্ত। আল্লাহ্‌ তা'আলার মেহেরবানী তোমার সঙ্গী হয়।"

কোন এক রসিক বুযুর্গ লোক একটি ছেলে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "এই ছেলেটি কি পড়ে?" তাহার পিতা উত্তর করিল: "হযরত! সে কোরআন শরীফ হেফ্‌য্‌ করিতেছে।" বলিলেন: "আরে ভাই! বেচারাকে জনমরোগে কেন লাগাইলে?" তিনি কোরআন শরীফ হেফ্‌য্‌ করাকে জনমরোগ এই জন্য বলিয়াছেন যে, বাস্তবিক পক্ষে কোরআন শরীফ হেফ্‌য্‌ করা যদিও দুই এক বৎসরের কাজ কিন্তু উহার রক্ষণাবেক্ষণ করা সারা জীবনের কাজ। কোন সময়ে একটু অমনোযোগী হইলেই আর স্মরণ থাকিবে না। এই জন্য বৎসরে ইহাকে

www.BANGLAKITAB.com

পুনঃ পুনঃ খতম করিতে হয়। মেহরাবে দাঁড়াইয়া শুনাইতে হয়। প্রত্যহ এক এক মঞ্জিল ওযীফার ন্যায় তেলাওয়াত করিতে হয়। এই কারণে তিনি ইহাকে জনমরোগ বলিয়াছেন। কিন্তু সেই রোগ সৌভাগ্যের বিষয়, ইহাতে খোদা তা'আলা রাযী থাকেন।

এইরূপে বুঝিয়া লউন, এই এল্‌মও 'জনমরোগ'। ইহার ধারাবাহিকতা সারা জীবনের জন্য জারী থাকা উচিত। হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে ঃ

مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ طَالِبُ الدُّنْيَا وَطَالِبُ الْعِلْمِ *

"দুই লোভী কখনও তৃপ্ত হয় না, একজন দুনিয়া অন্বেষণকারী আর একজন বিদ্যা অন্বেষণকারী।" দুনিয়ার প্রার্থী যতই দুনিয়া হাছিল করুক তাহার পেট ভরে না। এইরূপে এল্‌ম তলবকারী যখন এল্‌মের স্বাদ উপলব্ধি করে, তখন যত এল্‌মই হাছিল করুক এল্‌মে তাহার পেট ভরে না। ইহার কারণ এই যে, এল্‌মের পারম্পর্য অশেষ অতএব, উহার কামনারও শেষ নাই। কবি বলেন ঃ

اے برادر بے نہایت درگہیست + ہرچہ بروے می رسی بروے مایست

"ভ্রাতঃ! একটি দরবার আছে অসীম ও অফুরন্ত। যে সীমায়ই তুমি পৌঁছ না কেন, তাহার পরে আরও কাম্য এবং প্রার্থনীয় বস্তু রহিয়াছে।"

যদি আপনি বলেন যে, সারা জীবনের জন্য ধারাবাহিকভাবে এই কাজে মশ্‌গুল থাকা আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে। দুই এক দিনের কাজ হইলে সমাধা করিয়া ফেলা যাইতে পারে। আমি বুলি, তাহা হইলে খাওয়াও ছাড়িয়া দিন এবং বলুন, প্রত্যহ দুই বেলা রুটি খাওয়ার ঝামেলা আমার দ্বারা হইবে না। এই ঝামেলাটি সারা জীবনের জন্য আপনি কেমন করিয়া বরদাশ্‌ত করিয়া নিলেন? যদি কেহ বলেন যে, ইহা তো খাদ্য গ্রহণ করা। ইহার উপর জীবন নির্ভর করে। আমি বলিব, খাদ্য গ্রহণ করা দৈহিক 'গেযা' আর এল্‌ম হাছিল করা রূহানী গেযা।

॥ এল্‌মের ফযীলত ॥

এল্‌মের দ্বারাই রূহ্ জীবিত থাকে। দৈনিক দুই বেলা রুটি খাওয়া যেমন আপনার জন্য সহজ, এইরূপে এল্‌মের মধ্যে মশ্‌গুল হইয়া দেখুন তাহাও আপনার জন্য রুটি খাওয়ার ন্যায়ই সহজ হইয়া পড়িবে। আবার এল্‌মের মোহে পড়িয়া গেলে তখন এল্‌ম ভিন্ন আপনার মনে শান্তিই আসিবে না। আবার উহার মধ্যে আরও একটি লাভ এই যে, উহাতে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি হাছেল হয়। যে ব্যক্তি এলম অন্বেষণের অবস্থায় মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, সে শহীদের সওয়াব পায়।

বন্ধুগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের উপর সন্তুষ্ট থাকার জন্য উপায়

www.BANGLAKITAB.com

খুজিয়া বেড়ান। কোন ব্যক্তি ইমাম মোহাম্মদ (রঃ)কে তাঁহার এন্তেকালের পর স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: "আপনার কি অবস্থা?" তিনি বলেন: আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে আমার প্রতি নির্দেশ হইল: "মোহাম্মদ, চাহিবার যাহাকিছু থাকে চাও।" আমি আরয করিলাম: "আমাকে মা'ফ করিয়া দিন।" আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন: "তোমাকে আযাব করিবার ইচ্ছা থাকিলে আমি তোমাকে এল্‌ম দান করিতাম না। আমার এল্‌ম আমি তোমাকে এই জন্যই দান করিয়াছি যে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে চাহিতাম। সুতরাং ক্ষমা-তো তোমার জন্য আছেই। অন্য কিছু চাহিবার থাকিলে চাও।" سبحان الله দেখুন, দ্বীনী এল্‌মের কেমন ফযীলত! যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফের একস্থানে বলিতেছেন:

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতসমূহের শোকরগোযারী কর, অর্থাৎ, ঈমান আনয়ন কর, তাহা হইলে তোমাকে শাস্তি প্রদানে আল্লাহ্ তা'আলার কি প্রয়োজন? অর্থাৎ, তোমাকে শাস্তি দিয়া আল্লাহ্ তা'আলার কি লাভ? আল্লাহ্ তা'আলা শোকরগুযারীর বড়ই বিনিময় প্রদানকারী এবং বড় জ্ঞানী। তিনি সবকিছুরই খবর রাখেন যে, কে ঈমানদার, কে ঈমানদার নহে। তিনি প্রত্যেক মুমেনেরই ঈমানের মূল্য প্রদান করিবেন।

এই আয়াতটির মধ্যে কেমন উচ্চাঙ্গের অভিব্যক্তি! ইহা বলেন নাই যে, ঈমান আনয়ন কর। তাহা হইলে তোমাকে আযাব করা হইবে না; বরং এরূপ বলিয়াছেন যে, "এমতাবস্থায় তোমাকে আযাব করার আমার কি প্রয়োজন?" এই ধরনের বর্ণনাভঙ্গীতে কেমন সুন্দর বালাগাৎ রহিয়াছে। তাহা ভাষাবিদ এবং রুচি সম্পন্ন লোকই বুঝিতে পারে। বাস্তবিকই আমাদিগকে আযাব করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার কি লাভ? তিনি তো সর্বক্ষণ আমাদিগকে ক্ষমা করার জন্যই প্রস্তুত। কেহ নিজেকে ক্ষমা করাইবার ইচ্ছা তো করুক।

এক মূর্তিপূজক সর্বদা মূর্তিকে পূজা করিত এবং নব্বই বৎসর পর্যন্ত "সনম্ সনম্" অর্থাৎ "মূর্তি মূর্তি" ওযীফা পাঠ করিত। এক দিন সনম্ সনম্ বলিতে বলিতে হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া "সমদ" শব্দ বাহির হইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ আওয়ায আসিল لَبَّيْكَ يَا عَبْدِيْ لَبَّيْكَ "হে আমার বন্দা! আমি উপস্থিত আছি।" এই শব্দ শ্রবণ করিয়াই সে কাঁদিতে লাগিল এবং মূর্তিকে উঠাইয়া নিক্ষেপ করিল এবং বলিল: "হতভাগা! নব্বই বৎসর ধরিয়া তোকে ডাকিতেছি এক দিনও তুই আমার ডাকে সাড়া দিলে না। সেই খোদার জন্য আমি কোরবান হই যাঁহা হইতে নব্বই বৎসর পর্যন্ত

www.BANGLAKITAB.com

বিমুখ ছিলাম, তথাপি ভুলে একবার তাঁহার নাম মুখে উচ্চারণ হইতেই তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ডাকে সাড়া দিলেন এবং আমার প্রতি সদয় হইলেন।"

বন্ধুগণ! একজন মূর্তিপূজকের ভুলক্রমে স্মরণ করাতেও আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাহার প্রতি এত সদয় হইলেন, তখন আপনি কি মনে করেন যে, তিনি মুসলমানের প্রতি সদয় হইবেন না? যদি বন্দা খোদাকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তবে তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট ও সদয় হইবেন। অতএব, আপনি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা করিয়াই দেখুন। তিনি তো সর্বদাই বলিতেছেন:

باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ + گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
این درگه ما درگه نومیدی نیست + صد بار اگر توبه شکستی باز آ

"ফিরিয়া আস, ফিরিয়া আস, যাহাকিছুই হও না কেন ফিরিয়া আস। তুমি কাফেরই হও আর অগ্নিপূজকই হও কিংবা মূর্তিপূজকই হও, ফিরিয়া আস। এই দরবার নিরাশ হওয়ার দরবার নহে। একশত বারও যদি তওবা ভঙ্গ করিয়া থাক, আবার ফিরিয়া আস।"

অতএব দেখুন, এল্‌মের মধ্যে কত বড় লাভ! উহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ লাভ হয়। এই কারণে উহার পারম্পর্য বন্ধ করা উচিত নহে। কোন সময় উহার পারম্পর্য বন্ধ হইয়া গেলেও পুনরায় জারী করিয়া লওয়া উচিত। কেহ যদি নিয়মানুবর্তিতার সহিত তাহা করিতে নাও পারে, তবে নিয়মানুবর্তিতা ব্যতীতই এলম হাছিল করিতে থাকুক। একেবারে না হওয়ার চেয়ে কিছুটা হওয়া তবুও ভাল। এইরূপে অর্জন করিতে করিতে ইন্‌শাআল্লাহ্ একদিন নিয়মানুবর্তিতাও আসিয়া যাইবে। মাওলানা বলেন:

دوست دارد دوست این آشفتگی + کوشش بیهوده به از خفتگی

"বন্ধু অনুরক্ত থাকাকেই ভালবাসে, নিষ্কর্মা শুইয়া থাকার চেয়ে বিশৃঙ্খল চেষ্টাও ভাল।" বাস্তবিক মাওলানা বড়ই জ্ঞানী, তরীকতপন্থীকে কোন অবস্থাতেই নিরাশ করেন না। বলিতেছেন, যেকের ফেকেরের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলা যদি নাও হয়, তবুও এমনি নিয়মানুবর্তিতা ছাড়াই বিশৃঙ্খল ভাবেই কাজ করিতে থাক।" বন্ধু ইহাই পছন্দ করেন। অতঃপর কেমন সুন্দর দলিল বর্ণনা করিতেছেন, বিশৃঙ্খল চেষ্টা অকর্মন্যভাবে শুইয়া থাকার চেয়ে অবশ্যই ভাল। কেননা, সে চেষ্টা তো করিতেছে। আর যে ব্যক্তি একেবারে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া রহিয়াছে সে তো এতটুকু চেষ্টাও করে না।

॥ সংসর্গের ফল ॥

শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানের পারম্পর্য রক্ষা করা যদি কাহারও দ্বারা সম্ভব নাও হয়, তাহার উচিত অন্ততঃ আলেমদের সাথে মেলামেশা করা এবং তাহাদিগ

www.BANGLAKITAB.com

হইতে ধর্মীয় মাসায়েল জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইতে থাকা এবং কিছু কাল তাঁহাদের সংসর্গে অবস্থান করা, বরং ইহা এমন বস্তু যে, এল্‌ম্ শিক্ষার কাজে মশ্‌গুল হইয়াও ওলামার সংসর্গে অবস্থান করা উচিত। শুধু তাঁহাদের নিকট হইতে কিতাব পড়িয়া লওয়াকেই যথেষ্ট মনে না করা উচিত। কেননা, এল্‌ম শিক্ষা করার মধ্যে একটি বস্তু এমনও আছে যাহা সংসর্গ অবলম্বন করা ছাড়া হাছিল হইতে পারে না তাহা হইতেছে ধর্মের সহিত সম্পর্ক। এই সম্পর্ক সংসর্গ অবলম্বন করা ব্যতীত কখনও হয় না। সংসর্গের মধ্যে এমন সুন্দর ক্রিয়া ও ফল রহিয়াছে যাহা শেখ্‌সা'দী (রঃ) বলেন:

گلے خوشبوے درحمام روزے + رسیدازدست محبوبے بدستم
بدو گفتم که مشکی یا عبیری + که از بوئے دلاویز تو مستم
بگفتا من گل نا چیز بودم + ولیکن مدتے با گل نشستم
جمال همنشیں در من اثر کرد + وگرنه من همان خاکم که هستم

"একদা হাম্মাম খানায় কোন এক বন্ধুর হাত হইতে কতটুকু সুগন্ধযুক্ত মাটি আমার হাতে আসিল। আমি উহাকে বলিলাম, তুমি মেশ্‌ক না আম্বর? তোমার মন মাতান সুগন্ধে আমি মত্ত হইয়া পড়িয়াছি। মাটি বলিল, আমি সামান্য কতটুকু নগণ্য মাটিই ছিলাম, কিছুকাল ফুলের সংসর্গে বসিয়াছিলাম। উহার সংসর্গের সৌন্দর্য আমার মধ্যে ক্রিয়া করিয়াছে। অন্যথায় আমি যেরূপ মাটি সেরূপ মাটিই আছি।"

দেখুন, গোলাপ্ ফুলের সংসর্গে থাকিলে মাটির মধ্যে সুগন্ধ উৎপন্ন হইয়া যায়। এইরূপে আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের সংস্পর্শে থাকিলে আল্লাহ্‌র মহব্বত এবং ধর্মের সাথে সম্পর্ক জন্মে। হুযূরের (দঃ) সাহচর্য লাভের ফলেই ছাহাবায়ে কেরাম এমন ফযীলতের অধিকারী হইয়াছেন যে, আজ কোন ইমাম, ফেকাহ শাস্ত্রবিদ এবং কোন শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ ওলি-আল্লাহ্‌ও সর্ব নিম্নস্তরের একজন ছাহাবীর পর্যায় পৌঁছিতে পারে না। অথচ তাঁহারা তেমন লেখা-পড়াও জানিতেন না; বরং অনেক প্রকারের বিদ্যা ছাহাবায়ে কেরামের পরেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের সময়ে সে সমস্ত বিদ্যার নামগন্ধও ছিল না যাহা আজকাল প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। তাঁহাদের কামালিয়াতই এটুকু যে, তাঁহারা এসমস্ত বিদ্যার মধ্যে লিপ্ত হন নাই। কেননা,

دلفر یبان نباتی همه ز یور بستند + دلبر ما ست که باحسن خدا داد آمد
زیر بارند درختها که ثمرها دارند + اے خوشا سروکه از بند غم آزاد آمد

"মনমাতান মেয়েরা সকলেই অলঙ্কার পরিয়াছে। আর আমাদের মা'শুক আল্লাহ্‌র দেওয়া সৌন্দর্য নিয়া আসিয়াছে। ফলবান বৃক্ষ ফলের ভার বহন করিতেছে, কিন্তু কি সুন্দর 'সারব' বৃক্ষ; সর্ববিধ চিন্তার বেড়ী হইতে মুক্ত।"

www.BANGLAKITAB.com

অতএব, ছাহাবায়ে কেরামের কামালত ইহাই যে, তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার দর্শন ও সংসর্গ লাভের সৌভাগ্য তাঁহাদের হইয়াছিল। অতএব, স্মরণ রাখিবেন, প্রচলিত বিদ্যা ছাড়াও সংসর্গ হিতকর হইতে পারে, কিন্তু সংসর্গ ছাড়া প্রচলিত বিদ্যা তত হিতকর হইতে পারে না। এই কারণেই আজকাল বহু আলেম দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাজের আলেম দুই চারি জনই আছেন যাঁহারা কোন কামেল লোকের সংসর্গ লাভের সুযোগ পাইয়াছেন।

ফলকথা, আমি প্রমাণ করিয়া দিয়াছি যে, সকল মানুষই এল্‌মের ফায়দা হাছিল করিতে পারে। মূর্খ থাকার কোন ওযরই কাহারও নাই। আরবী ভাষায় না হউক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রহিয়া ছাত্র হিসাবে না হউক, শিক্ষালাভ করার যথেষ্ট উপায় আছে।

॥ আমীর ও বড় লোকদের ত্রুটি ॥

অবশ্য আমি সেই শ্রেণীর আমীর ও মালদার লোকের কথাই বলিতেছি আল্লাহ্ তা'আলা যাঁহাদিগকে প্রত্যেক প্রকারের সচ্ছলতা দান করিয়াছেন। তাঁহাদের চাকুরী নকরীরও প্রয়োজন হয় না। খাওয়া-পরার ব্যাপারে কোন প্রকার চিন্তাও করিতে হয় না। আল্লাহ্‌র দেওয়া সবকিছুই তাঁহাদের আছে এবং এত অধিক আছে যে, কয়েক পুরুষ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে। ইঁহাদের উপর এই দায়িত্ব অবশ্যই রহিয়াছে যে, তাঁহাদের অগাধ জ্ঞানী আলেম হওয়া উচিত। কেননা, আজকাল যাঁহারা আলেম হইতেছেন, অতি শীঘ্র পরিবার পোষ্যবর্গের জীবিকা নির্বাহের চিন্তা তাঁহাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসে। সুতরাং তাঁহারা অগাধ জ্ঞান অর্জনের অবকাশ পান না। কিন্তু অতিশয় আফসুসের বিষয়, বিত্তশালী লোকেরা এবিষয়ে কোনই চিন্তা করেন না। ইঁহাদের পক্ষে সারা জীবন এল্‌ম্ হাছিল করিতে অতিবাহিত করিয়া দেওয়া সহজ। কিন্তু এই শ্রেণীর মালদার লোকেরাই সর্বাপেক্ষা অধিক অমনোযোগী। কিছু মনোযোগ ইঁহাদের থাকিলেও তাহা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি রহিয়াছে। আমি বলি না যে, তাঁহারা ইংরেজী না পড়ুন। না, তাঁহারা নিজের পার্থিব প্রয়োজনে অবশ্য পড়ুন। কিন্তু তাঁহাদের ডিগ্রী লাভের কি প্রয়োজন? তাঁহাদের তো চাকুরীর প্রয়োজন নাই। যখন চাকুরীর প্রয়োজনই তাঁহাদের নাই, তখন নিজের ঘরে মাষ্টার রাখিয়া আবশ্যক পরিমাণ ইংরেজী শিখিয়া নিতে পারেন। যদ্দ্বারা নিজের তালুক জমীদারী এবং ব্যবসায়ের কাজ চালাইতে পারেন এবং আবশ্যক পরিমাণ ইংরেজী তো তাঁহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিখিয়া লইতে পারেন। অবশ্য ডিগ্রী লাভ করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন।

www.BANGLAKITAB.com

যাহা হউক, আমি তাঁহাদিগকে ইংরেজী পড়িতে নিষেধ করি না। আমি শুধু ইহাই বলিব, ইংরেজীর একেবারে কাছে ঘেঁষিবেন না, দূরে দূরে থাকিবেন। আরবী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াও এই পরিমাণ ইংরেজী তাঁহারা শিখিয়া লইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা অধিক ধন-দৌলত এবং মান-মর্যাদার পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন। এই জন্যই তাঁহারা ইংরেজীতে উচ্চ ডিগ্রী লাভ করিয়া চাকুরীতে প্রবৃত্ত হন। এই লোভের দরুনই এই শ্রেণীর লোক ধর্ম হইতে অধিক বঞ্চিত। অথচ তাঁহাদের উচিত ছিল মাওলানা নেযামীর উক্তির উপর আমল করা। মাওলানা বলেন:

خوشا روزگارے که دارد کسے + که بازار حرصش نیا شد بسے

بقدر ضرورت یسارے بود + کند کارے ار مرد کارے بود

"মানুষের পক্ষে এতটুকু জীবিকাই উত্তম যেন তাহার লোভ অধিক না হয়। প্রয়োজনের পরিমাণ আর্থিক সচ্ছলতা থাকে এবং কাজের মানুষ হইলে কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়ে।"

তাঁহাদের উচিত ছিল আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁহাদিগকে অবকাশ দিয়াছেন, তখন নিশ্চিন্ত মনে ধর্মের খেদমতে রত থাকেন। এই খেদমতে সমস্ত জীবন শেষ করিয়া দেন। তাহা হইলে আপনি দেখিতে পাইতেন আলেমদের মধ্যে কেমন যোগ্য লোক উৎপন্ন হইতেছেন। আমি সত্য বলিতেছি, এল্‌ম চর্চায় মশ্‌গুল হইয়া তাঁহারা এমন স্বাদ পাইতেন যে, কোন সময় তাঁহাদের তৃপ্তিই হইত না। ইহা তো খোদার রাস্তা। যতই অতিক্রম করা হয় ততই বাড়িয়া যায়। ইহার অন্বেষণ কখনও হ্রাস পায় না। এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়ায় যে:

نگویم که بر آب قادر نیستند + که بر ساحل نیل مستسقی اند

"আমি বলি না যে, তাঁহাদের পানির অভাব। কেননা, নীল নদের তীরে বসিয়া তাঁহারা পানি চাহিতেছেন। অর্থাৎ, এত পানি সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের পিপাসার নিবৃত্তি নাই।"

॥ এল্‌মের মূল্য ॥

খোদার কসম! কোন কোন সময় কোন নূতন বিষয়ের জ্ঞান অন্তরে আবির্ভূত হইলে উহার এমন বিচিত্র এক স্বাদ পাওয়া যায় যে, কেহ উহার মোকাবিলায় আমাকে সপ্ত খণ্ড পৃথিবীর রাজত্ব দিতে চাহিলেও আমি তাহা গ্রহণ করিতে রাজী হইব না। এল্‌মের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিলে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্বের জ্ঞানও এমন মনমাতান হয় যে, উহার সম্মুখে সমস্ত দুনিয়া একটি ধূলিকণার সমতুল্য হয়। যেমন, শায়েরগণ যখন কোন একটি ভাল শে'এর (কবিতা) বলিতে পারেন, তখন তাঁহারা বলিয়া থাকেন, এই কবিতাটি হাজার টাকা মূল্যের, লক্ষ টাকা মূল্যের।

www.BANGLAKITAB.com

কোন একটি বালক জনৈক কবির নিকট শ্লোক রচনা শিক্ষা করিতেছিল। সে একটি খাতা বানাইয়া রাখিয়াছিল। উহাতে ওস্তাদের শ্লোকগুলি সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছিল। ওস্তাদ কখনও তাহাকে বলিতেন, এই শ্লোক পাঁচ শত টাকার, কখনও বলিতেন, এই শ্লোক হাজার টাকার। সেই বালকটি আনন্দিত হইয়া সবগুলি শ্লোকই লিখিয়া রাখিত। এক দিন তাহার মা বলিল: 'তুই কি করিতেছিস, কিছু উপার্জনও করিতেছিস না, কিছু আয়ও করিতেছিস না।' সে বলিল: "আমার নিকট এখন লক্ষ লক্ষ টাকার কবিতা সঞ্চিত আছে। কোনটি পাঁচ শত টাকা মূল্যের, কোনটি হাজার টাকা মূল্যের।" তাহার মা বলিল: আচ্ছা আজ আমাকে এক পয়সার তরকারী আনিয়া দে তো।" সে বলিল: "বহুত আচ্ছা" সে তরকারী বিক্রেতার কাছে যাইয়া বলিল: "আমাকে এক পয়সার তরকারী দাও"। বিক্রেতা বলিল: পয়সা দাও তখন সে তাহাকে একটি শ্লোক শুনাইয়া দিয়া বলিল: "আমার নিকট পয়সা নাই। তুমি এই কবিতাটি গ্রহণ কর। ইহার মূল্য পাঁচ শত টাকা।" সে বলিল: এই পাঁচ শত টাকার আমার প্রয়োজন নাই। আমাকে তুমি একটি পয়সা আনিয়া দাও, তবে তরকারী পাইবে।"

বালক অতিশয় রাগান্বিত হইয়া ওস্তাদের নিকট গেল এবং তাঁহাকে বলিল, 'আপনার খাতা গ্রহণ করুন, আপনি আমাকে ধোকা দিয়াছেন। এই কবিতাগুলির মূল্য তো এক পয়সাও নহে। অথচ আপনি তখন বলিতেন, এই কবিতা এক হাজার টাকার, ইহা দুই হাজার টাকার। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: বাপু তুমি এই কবিতাগুলি কাহার নিকট লইয়া গিয়াছিলে? সে বলিল: আমি এই কবিতাগুলি একজন তরকারী বিক্রেতাকে দিতে চাহিয়াছিলাম, সে এক পয়সার বিনিময়ে ইহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। ওস্তাদ বলিলেন: তুমি বড় ভুল করিয়াছ। এই রত্ন-সম্ভার বিক্রয় করিবার স্থান সেই বাজার ছিল না যেখানে তুমি উহা লইয়া গিয়াছিলে। ইহা অন্য এক বাজারে ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে। সেইখানে লইয়া গেলে ইহার মূল্য উপলব্ধি হইবে। এইবার তুমি আমার অমুক কবিতা কোন বাদশাহের দরবারে যাইয়া পাঠ কর এবং বলিও এই কবিতা আমি নিজে লিখিয়াছি। তখন তুমি ইহার মূল্য বুঝিতে পারিবে। তদনুযায়ী ছেলেটি বাদশাহের দরবারে যাইয়া সেই কবিতাটি বাদশাহকে শুনাইল, তখন তো সে কয়েক সহস্র টাকা পুরস্কার পাইল এবং অনেক জামা কাপড় প্রভৃতিও পাইল। এখন ছেলেটি বুঝিল, বাস্তবিকই ওস্তাদ সত্য বলিয়াছেন। আমি ভুল করিয়াছিলাম। এই রত্ন-সমূহকে অন্য এক বাজারে লইয়া গিয়াছিলাম। মূল্য না বুঝিলে এল্‌ম সংক্রান্ত সূক্ষ্মতত্ত্বগুলির মূল্য এক পয়সাও নহে। যেমন সেই তরকারী বিক্রেতা বলিয়াছিল। আর যদি মূল্য বুঝে, তবে সেই সূক্ষ্ম এলমী তত্ত্বগুলির মূল্য অনেক বেশী।

www.BANGLAKITAB.com

দিল্লী শহরে কোন কবির মুখ দিয়া হঠাৎ একটি কবিতার চরণ বাহির হইয়া পড়িল, لختے بردز دل گزرد هرکه ز پیشم ইহার দ্বিতীয় অংশ মিলাইতে পারিতে ছিল না। অতিশয় অস্থির হইয়া পড়িল, কিন্তু সম্মুখের অংশ মিলিলই না। এক দিন বসিয়া বসিয়া সে এই চিন্তাই করিতেছিল। এমন সময় একজন খরবুজা বিক্রেতা সম্মুখের রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, সে কোন কবি দ্বারা একটি কবিতার পদ রচনা করাইয়া লইয়াছিল, কিংবা নিজেই রচনা করিয়া লইয়াছিল এবং ফেরির ডাকের পরিবর্তে সে ঐ পদটি আওড়াইয়া যাইতেছিল। অর্থাৎ, সে বলিতেছিল :

من قاش فروش دل صد پارهٔ خویشم

"অর্থাৎ, আমি আমার শতধা বিভক্ত অন্তরের একটি ফালি বিক্রয় করিতেছি।" কবি এই পদটি শ্রবণ করিয়া নাচিয়া উঠিল এবং দৌড়াইয়া সেই তরকারী বিক্রেতার নিকট গেল এবং বলিল : ভাই! তোমার এই পদটি আমাকে দাও এবং যত টাকা তুমি বলিবে তাহাই আমি তোমাকে দিতেছি। কেননা, আমার একটি 'পদ' অসম্পূর্ণ পড়িয়া রহিয়াছে, উহার জোড়া এই পদটিই হইতে পারে। ফলকথা, পাঁচ শত টাকায়-মীমাংসা হইল। এই কবি পাঁচ শত টাকায় একটি 'পদ' ক্রয় করিয়া লইল, এখন তাহার শ্লোক পূর্ণ হইল :

لختے بردز دل گزرد هرکه ز پیشم + من قاش فروش دل صد پارهٔ خویشم

"আমার অন্তরের একটি টুকরা লইয়া যাহাকিছু আমার সামনে রহিয়াছে, ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আমি আমার শতধা বিভক্ত হৃদয়ের ফালি বিক্রয় করিতেছি।"

আপনি হয়ত এই পদ ক্রয় করার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। ইহার অর্থ এই যে, "এই পদটি তুমি আমার রচিত বলিয়া প্রচার করিবে, নিজের বলিবে না।" শুধু এতটুকু কথার জন্য কবি তাহাকে পাঁচ শত টাকা দিয়াছিল। ইহার কারণ কি ছিল? সেই মূল্য-বোধ। কেননা, কবিতার মূল্য কবিই বুঝিতে পারে। অতএব, বন্ধুগণ! 'মূল্য-বোধ' এমন একটি বিষয়, কাহারও মধ্যে ইহা বিদ্যমান থাকিলে একটি সূক্ষ্ম এল্‌মী তত্ত্ব সহস্র টাকার ধন-দৌলতের চেয়ে অধিক হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা আমার মনে পড়িল। দিল্লী শহরে আহ্‌মদ মির্যা নামে একজন ফটোগ্রাফার আছেন। ফটোগ্রাফীতে তিনি অতিশয় অভিজ্ঞ কিন্তু হযরত মাওলানা গঙ্গুহী (রঃ)-এর নিকট বাইআত হওয়ার পর তিনি জীবিত প্রাণীর ছবি আঁকা বন্ধ করিয়া তওবা করিয়া লইয়াছেন। তিনি নিজের এক দিনের ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন : "জনৈক ভদ্রলোক আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল আপনার নিকট মেহ্‌দী আলী খাঁর ফটো আছে কি?" আমি বলিলাম : ভাই! এখন তো আমি ফটো উঠাইব না বলিয়া তওবা করিয়াছি এবং পূর্বেকার সমস্ত ফটো নষ্ট করিয়া দিয়াছি। সে বলিল : 'হয়ত কোন পুরাতন ফটো তালাশ

www.BANGLAKITAB.com

করিলে পাওয়া যাইতে পারে।" আমি বলিলাম : "তুমি ঐ নষ্ট কাগজগুলি খুঁজিয়া দেখ, পাওয়া যাইতেও পারে।" সে তথায় নষ্ট কাগজগুলির মধ্যে খুঁজিয়া সেই ফটো পাইল। তাহা একেবারে নিখুঁত ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল : 'ইহার মূল্য কত?' আমি বলিলাম : "এখন তো আমার নিকট ইহার কোনই মূল্য নাই।" সে বলিল : 'এই মহাপুরুষের ফটো আমি বিনামূল্যে লইতে পারি না। কেননা, ইহাতে তাঁহার মহত্ত্বের প্রতি অবমাননা করা হইবে। ইনি এমন ব্যক্তি নহেন যাঁহার ফটো বিনামূল্যে লওয়া যাইতে পারে।" আমি বলিলাম : "ইহার মূল্য গ্রহণ করা আমার জন্য জায়েয নহে। কেননা, শরীয়ত অনুযায়ী ইহা মূল্যবান বস্তু নহে।" সে বলিল : "কিন্তু আমি তো ইহা বিনা মূল্যে গ্রহণ করিব না। আমি আপনাকে হাদিয়া স্বরূপ দিতেছি, আপনি ইহাকে মূল্য মনে করিবেন না।" এই বলিয়া সে পকেট হইতে তের টাকা বাহির করিয়া সমস্ত টাকাই আমার হাতে দিয়া বলিল, আফসুস্ আমার নিকট আর টাকা নাই। এখন পকেটে মাত্র তেরটি টাকাই ছিল। নচেৎ আমার উদ্দেশ্য ছিল, আপনাকে পঞ্চাশ টাকা দিব। এখন আপনি হাদিয়াস্বরূপ ইহাই কবূল করুন। মোটকথা, যে মালের মূল্য মালিকের নিকট এক পয়সাও নহে, উহার জন্য সে বহু সাধ্যসাধনা করিয়া তের টাকা দিয়া গেল। মোটকথা, প্রত্যেক বিষয়ের গুণগ্রাহী ব্যক্তি খুব ভাল করিয়াই জানে যে, ইহা কত মূল্যের বস্তু। ইহা তো বলিলাম পার্থিব এল্‌মের কথা। এখন আপনারাই চিন্তা করিয়া দেখুন, যেই এল্‌ম ধর্ম সংক্রান্ত, যাহা আখেরাতের সাথী এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ লাভের উপায় উহার মূল্য কি হইতে পারে?

علم چوں بر دل زنی یارے شود + علم چوں بر تن زنی مارے شود

"এল্‌ম এমন বস্তু উহাকে যখন হৃদয়ে স্থাপন কর, অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়। আর যখন দেহের উপর প্রয়োগ কর—সর্প হয়।"

॥ তালেবে এল্‌ম নির্বাচন ॥

আমি বলিতেছিলাম, এলমে দ্বীন হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক অমনোযোগী উচ্চস্তরের আমীর লোক। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে যে অগাধ নেয়ামত দান করিয়াছেন উহার শোকরগুযারী ইহাই ছিল যে, জীবিকার চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিয়া এল্‌মে দ্বীন সম্বন্ধে অফুরন্ত জ্ঞান হাছিল করেন এবং নিজেদের সন্তানদিগকে আরবী এল্‌ম শিখান। বন্ধুগণ! যেরূপ মালের যাকাত আছে তদ্রূপ আওলাদের যাকাত রহিয়াছে। অতএব, আপনারা আওলাদেরও যাকাত দিন। কিন্তু আওলাদের বেলায় চল্লিশ ভাগের প্রশ্ন নাই। আপনি হয়ত যাকাত শব্দ শ্রবণ করিয়া মনে মনে এই ভাবিয়া আনন্দিত হইয়াছেন যে, চল্লিশটি সন্তান হইলে, একটি আল্লাহ্‌র

www.BANGLAKITAB.com

নামে যাকাতস্বরূপ দ্বীনী এল্‌মের খেদমতে লাগাইয়া দিব। না, তাহা নহে, সন্তানের বেলায় দুই জনের মধ্যে একজন যাকাত দিন, তাহাকে আরবী পড়ান। কিন্তু অতিশয় বিনয়ভাবে আরয করিতেছি—আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একান্ত নির্বোধ সন্তানগুলিকে বাছিয়া আরবী শিক্ষার জন্য মনোনীত করিবেন না। আজকাল বড় লোকেরা প্রথমতঃ নিজেদের সন্তানদিগকে আরবী পড়াইতেই চাহেন না। যদিও বা ইচ্ছা হয়, তবে ছেলেদের মধ্যে যেটি নিতান্ত বোকা তাহাকে আরবী পড়ার জন্য নির্বাচিত করিয়া থাকেন এবং মেধাবী ও জ্ঞানবান ছেলেগুলিকে ইংরেজী পড়িবার জন্য পাঠান হয়। কোন বন্ধু তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া যদি জিজ্ঞাসা করে যে, আপনার ছেলেরা কে কি পড়ে? তবে সর্বপ্রথম ইংরেজী পড়ুয়া ছেলেদের কথা বলিলেন, অমুক ছেলে বি, এ পড়িতেছে, অমুক ছেলে এণ্ট্রেন্স ক্লাসে আছে, একটি মডেল পাশ করিবে। সর্বশেষে আরবী পড়ুয়া ছেলেটির নামে বলা হয় এবং বলেন, একটি একটু মোল্লা স্বভাবের, এবং জ্ঞান বুদ্ধিও তেমন নাই। ইহাকে আরবী পড়াইতেছি। সোব্‌হানাল্লাহ্! আপনি দ্বীনের খুব কদর করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর এল্‌মের এই কদর? আল্লাহ্‌র কালামের এই সম্মান? আচ্ছা; আল্লাহ্ এবং রাসূলের এল্‌মে বুঝিবার মত ক্ষমতা এসমস্ত নির্বোধ ও বোকাদের হইতে পারে, যাহাদিগকে আপনি তজ্জন্য মনোনীত করিতেছেন?

ইহারই ফলে ওলামাদের মধ্যে সেই গুণ পাওয়া যাইতেছে না যাহা তাহাদের মধ্যে থাকা উচিত ছিল। ইহার পরেও মানুষ বলিতেছে, আজকাল 'গায্‌যালী' ও 'রাযী' পয়দা হইতেছে না। আমি বলি, তোমরা কাহার উপর এই দোষারোপ করিতেছ? এসমস্ত নির্বোধ ছেলেকে "গায্‌যালী" এবং "রাযী" কে বানাইতে পারিবে? তোমরা নিজেদের সন্তানগণের মধ্য হইতে মেধাবী ছেলেদিগকে আরবী পড়াও, দেখিও তাহারা "গায্‌যালী" এবং "রাযী" হয় কি না? খোদার কসম, গায্‌যালী ও রাযী এই যুগেও হইতে পারে। কেন, মাওলানা কাসেম ছাহেব নানুতবী এবং মাওলানা গঙ্গুহী (রঃ) কি গায্‌যালী ও রাযীর চেয়ে কম ছিলেন? আল্লাহ্‌র কসম! কোন কোন বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানে এই মহা পুরুষদ্বয় তাঁহাদের হইতেও অধিক উন্নত ছিলেন, কিন্তু তোমরা যদি নির্বোধদিগকে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মনোনীত কর, তবে বলা বাহুল্য, তোমাদের অনুসরণীয় ও বরণ্য এসমস্ত নির্বোধেরাই হইবে। তাহাদের মধ্যে জ্ঞান এবং বুদ্ধি আমরা কোথা হইতে পয়দা করিয়া দিব? কবি বলেন:

شمشیر نیک ز آهن بد چون کند کسے + نا کس بتر بیت نشود اے حکیم کس

"খারাপ লোহা দ্বারা ভাল তরবারি প্রস্তুত করিবে কেমন করিয়া? হীন প্রকৃতির লোক শিক্ষা প্রদানে কখনও উত্তম স্বভাব প্রাপ্ত হয় না, হে জ্ঞানী।"

www.BANGLAKITAB.com

॥ দ্বীনী এল্‌মের বরকত ॥

কিন্তু এই বোকা এবং নির্বোধ হওয়াই তো তাহাদের সৌভাগ্য হইয়াছে। তাহারা যদি আহ্‌মক না হইয়া মেধাবী হইত, তবে তাহাদিগকে আপনারা ইংরেজী দিকে ঠেলিয়া দিয়া জাহান্নামের ইন্ধন বানাইয়া দিতেন। এখন তাহারা ধর্মের কাজে লাগিয়া গিয়াছে, খোদাকে সন্তুষ্ট করার পন্থা তাহারা জানিয়া লইয়াছে। ইন্‌শা আল্লাহ্‌ তাহারা জান্নাতের অধিকারী হইবে এবং কেয়ামতের দিন ইহা তাহাদের বড় কাজে আসিবে। দুনিয়াতেও তাহারা এল্‌মে দ্বীনের বরকতে তোমাদের বরেণ্য হইয়া গেল।

এই বোকামি সৌভাগ্য হওয়া প্রসঙ্গে আরেফ শীরাযীর কিস্‌সা আমার স্মরণ হইল। হযরত শায়খ নাজমুদ্দীন কোবরা এল্‌হাম যোগে হাফেয শীরাযীকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদানের জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইলেন এবং ইহাও বলিয়া দেওয়া হইল, হাফেয (রঃ) অমুক রঈস লোকের পুত্র, অমুক জায়গার অধিবাসী এবং তাঁহার আকৃতি এরূপ এরূপ। হযরত শায়খ বহু মঞ্জিল অতিক্রম করিয়া শীরায পৌঁছিলেন এবং হাফেয ছাহেবের পিত্রালয়ে অতিথি হইলেন। তিনি হযরত শায়খের খুব সম্মান ও খাতির করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত কি উদ্দেশ্যে তকলিফ স্বীকার করিয়াছেন? তিনি বলিলেন: 'আমি তোমার ছেলেদিগকে দেখিতে চাই। তুমি তোমার ছেলেদিগকে আমার সম্মুখে হাযির কর।' তিনি তাঁহার ছেলেদিগকে হাযির করিলেন। তাহারা সংখ্যায় কয়েকজন ছিল। শায়খ নাজমুদ্দিন কোব্‌রা সবগুলি ছেলেকেই নীরিক্ষণ করিয়া দেখিলেন। কিন্তু যাহার তালাশে তিনি এতদুর আসিয়াছেন ইহাদের মধ্যে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন: 'তোমার আরও কোন ছেলে আছে কি?' তিনি বলিলেন: "আর কেহ নাই।" তিনি হাফেয (রঃ)কে না থাকার শামিলই মনে করিতেন। হযরত শায়খ বলিলেন: 'নিশ্চয়ই আছে।' হযরত হাফেয ছাহেবের পিতা বলিলেন: 'হাঁ হুযুর। পাগলা পাগলা আর একটি ছেলে আছে। আমি তাহাকে এজন্যই উপস্থিত করি নাই যে, সে তো পাগল, তাহার থাকা না থাকা সমান।' দেখুন, তিনি হযরত হাফেয ছাহেবকে এমনভাবে না থাকার শামিল মনে করিতেন যে, একবার তো অস্বীকারই করিলেন যে, আমার আর কোন ছেলেই নাই। হযরত শায়খ বলিলেন: "সেই পাগলেরই আমার আবশ্যক। তাহাকে ডাক।" হাফেয ছাহেবের পিতা চাকরকে বলিল: 'যা-ত-রে সে পাগলা ছেলেটাকে খুঁজিয়া নিয়া আয়। কোথাও হয়ত জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তৎক্ষণাৎ চাকর তালাশ করিতে যাইয়া দেখিল, বাস্তবিকই তিনি জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিতেছেন। তিনি এমন অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন যে, পায়ের গোছা পর্যন্ত কাদা লাগিয়াছিল। মাথার চুল এলোমেলো ছিল। পোষাকও খুব পুরান এবং ছেঁড়া ফাটা। হযরত হাফেয দরবারে পৌঁছিয়া শায়খ নাজমুদ্দীন কোব্‌রার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই

www.BANGLAKITAB.com

চিনিয়া লইলেন যে, "ইনি একজন কামেল পীর এবং আমার মুরব্বি" তৎক্ষণাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বয়েতটি আবৃত্তি করিলেন :

آنا نکه خاک را بنظر کیمیا کنند + آیا بود که گوشهٔ چشمے بما کنند

"যিনি এক নযরে মাটিকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারেন তিনি চক্ষুকোণ দ্বারা আমার প্রতি একবার দৃষ্টি করিবেন কি ?" হযরত নাজমুদ্দীন কোব্‌রা তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া হাফেয ছাহেবকে বক্ষে টানিয়া লইলেন এবং বলিলেন : بتو نظر کردم بتو نظر کردم "তোমার প্রতি দৃষ্টি করিলাম, তোমার প্রতি দৃষ্টি করিলাম।" অনন্তর যাহাকিছু তাঁহাকে দেওয়ার ছিল সেই সময়েই দিয়া দিলেন এবং চলিয়া গেলেন।

অতএব, বন্ধুগণ! কোন কোন আহ্‌মক এমনও হইয়া থাকে যে, বড় বড় বুদ্ধিমান অপেক্ষা উত্তম বলিয়া প্রমাণিত হয়। ফলকথা, তাহাদের বোকামিই তাহাদের জন্য সাক্ষাৎ সৌভাগ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তোমরা তাহাদের এই হিত কামনা কর নাই। তোমরা তো তাহাদিগকে নিষ্কর্মা এবং হীন মনে করিয়াই আরবী শিক্ষার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া থাক। অতএব, ভাবিয়া দেখ, ইহা কেমন অবিচারের কথা! তোমাদের উচিত মেধাবী মেধাবী ছেলে বাছিয়া দ্বীনী এল্‌মের জন্য মনোনীত করা। আর আল্লাহ্ তা'আলা যখন তোমাদিগকে ফুরসৎ দিয়াছেন এবং সচ্ছলতা দান করিয়াছেন, তখন তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত মনে আরবী শিক্ষার সর্বাঙ্গীন পূর্ণ পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী শিক্ষা দান কর। আর যদি পূর্ণ শিক্ষা দিতে না পার, তবে আরবীর সংক্ষিপ্ত পাঠ্য তালিকাই তাহাদিগকে পড়াইয়া দাও। কেননা, আবশ্যক পরিমাণে তাহাও যথেষ্ট। যদি ইহাও না হয়, তবে অন্ততঃ উর্দু ভাষায়ই তাহাদিগকে ধর্মীয় মাসায়েলসমূহ শিখাইয়া দাও। আর কিছুকালের জন্য কোন কামেল লোকের ছোহ্‌বতে তাহাদিগকে অবশ্যই রাখিয়া দাও। তাহা হইলে উহারা অন্ততঃ মুসলমান তো হইতে পারিবে।

হয়ত আপনারা বলিতে পারেন, উর্দু ভাষায়ই যখন ধর্মের মাসায়েল জানিয়া লওয়া যাইতে পারে আর এমনি মুখে মুখেও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে, তবে আরবী এল্‌ম পড়াইবারই কি প্রয়োজন ? একথার উত্তর খুব বুঝিয়া লউন, দ্বীনী তা'লীমকে ব্যাপক করার পরামর্শ দানে কখনই আমার এই উদ্দেশ্য নহে যে, আরবী এল্‌মের প্রয়োজনই নাই। আরবী তা'লীমের প্রয়োজনীয়তা কোন মতেই দূর হইতে পারে না। আমার উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, যদি তোমরা আরবী পড়াইতে না চাও, তবে অন্ততঃপক্ষে উর্দু ভাষায়ই ধর্মের মাসায়েলগুলি শিখাইয়া দাও। কিন্তু উর্দু শিক্ষিত লোক কখনও আরবী শিক্ষা প্রাপ্তের সমান হইতে পারে না।

ইহার কারণ একটি শিশু বলিয়া দিয়াছে। বাস্তবিকই সে চমৎকার বলিয়াছে। এই অল্প বয়সে সে এমন গভীর জ্ঞানের কথা বলিয়া ফেলিয়াছে। আমারই একজন আত্মীয়। তাহার পিতা তাহাকে শৈশবকাল হইতে ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে ফেলিয়া

www.BANGLAKITAB.com

রাখিয়াছিল। একবার তাহাকে দেখিলাম, সে বড় উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করিতেছে। আমি তাহাকে ডাকিলাম : "এদিকে আস, আলাপ করি।" সে আসিলে আমি তাহাকে বলিলাম : বল ত আরবী শিক্ষা ভাল না ইংরেজী শিক্ষা।" সে তৎক্ষণাৎ বলিল, "আরবী"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : "কেন?" বলিল : আল্লাহ্‌র কালাম আরবী ভাষায়। আরবী পড়িলে আল্লাহ্‌র কালাম খুব ভালরূপে বুঝে আসে। তাহার জবাব শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম।

আমি আবার বলিলাম, ইহা তো সত্য কথা। কিন্তু এই শিক্ষা দ্বারা দুনিয়াও পাওয়া যায় না, বড় বড় চাকুরীও পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ইংরেজী পড়িলে বড় বড় পদ লাভ করা যায়। অতএব, আরবী পড়িলে খাওয়া পরা কোথায় হইতে জুটিবে? ইহার উত্তরেও ছেলেটি কেমন গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিল—শ্রবণ করুন। সে বলিল : মানুষ যখন আরবী পড়িতে আরম্ভ করে, তখন হইতে সে আল্লাহ্ তা'আলার হইয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সর্বসাধারণ লোকের অন্তরে এই ভাব সৃষ্টি করিয়া দেন যে, ইহার খেদমত কর। কাজেই মানুষ তাহার খেদমত করিতে আরম্ভ করে। এই কারণে তাহার জীবিকার জন্য অস্থির হওয়ার প্রয়োজন হয় না।" আমি বলিলাম : "ইহাও ঠিক। কিন্তু ইহা তো অপমানের কথা, মানুষের দয়ার প্রত্যাশী হইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়।" সে বলিল : নিজে প্রার্থনা করিলে বা চাহিয়া লইলে তো অপমান হইবে। মানুষ খোশামোদ করিয়া দান করিলে কিসের অপমান। আমি বলিলাম : 'বাস্তবিক তুমি খুব ভালই বুঝিয়াছ।"

অতঃপর আমি বলিলাম : 'তুমি কেন ইংরেজী পড়িতেছ?' সে বলিল : আমি কি করিব? আব্বা ইহাই পড়াইতেছেন।' আমি তাহার পিতাকে বলিলাম : তুমি অন্যায় ভাবে এই ছেলেটিকে ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঠেলিয়া দিয়াছ। তাহার মনের আকর্ষণ তো আরবী শিক্ষার প্রতি মনে হইতেছে এবং ছেলের সহিত আমার কথোপকথনের ঘটনাটি আমি তাঁহাকে শুনাইলাম। তিনিও তো সেই ছেলেরই পিতা ছিলেন। বলিতে লাগিলেন, আরবী শিক্ষার সহিত তো তাহার নিজেরই সম্পর্ক রহিয়াছে। সুতরাং সে উহা নিজেই শিখিয়া লইতে পারিবে। আর ইংরেজীর সহিত তাহার মনের মিল নাই। কাজেই তাহা আমি পড়াইয়া দিলাম। কেননা তৎপ্রতি আগ্রহের অভাবে সে নিজে উহা শিখিত না। অথচ আজকাল উহারও প্রয়োজন আছে। আমি বলিলাম আজ হয়ত আরবীর প্রতি তাহার মনের আগ্রহ আছে দীর্ঘ দিন ইংরেজী শিক্ষার ফলে এই আগ্রহ নাও থাকিতে পারে। শেষ পর্যন্ত তিনি তাহাকে ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে নিয়োজিত রাখিলেন। আজ পর্যন্ত তিনি তাহাকে ইংরেজীই পড়াইতেছেন। কিন্তু আজও সেই ছেলেটির মধ্যে মোল্লা স্বভাবের একটি ধমনী রহিয়াছে। ইহাতে আশা করা যায় ইন্‌শা আল্লাহ্ এক দিন সে এদিকেই আকৃষ্ট হইবে।

www.BANGLAKITAB.com

এতএব, বন্ধুগণ! আরবী পড়ার মধ্যে এই বিষয়টি রহিয়াছে যাহা এই ছেলেটি বলিয়াছে। অর্থাৎ, আরবী ভাষায় জ্ঞানার্জন করা ব্যতীত কোরআন ও হাদীস পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় না। যদি কেহ বলে যে, আমি তরজমা পড়িয়া সবকিছু বুঝিয়া লইব, তবে স্মরণ রাখিবেন, তরজমার সাহায্যে কালামুল্লাহ্‌র প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নহে।

।। কতিপয় জটিল প্রশ্নের মীমাংসা ।।

রুচীর নাম এল্‌ম। কোরআন ও হাদীসের রুচী তখনই জন্মিতে পারে যখন উহাদিগকে উহাদের নিজস্ব ভাষায় অর্থাৎ আরবী ভাষায় পড়া হয়। যেমন চাক্ষুষ দেখা যাইতেছে যে, আলেমগণ কোরআন হাদীসের যে স্বাদ পাইয়া থাকেন অনুবাদ পাঠ করিয়া তাহা পাইতে পারে না। ইহা নিয়মের কথা, যে কিতাব যে ভাষায় লিখিত সে ভাষা না জানা পর্যন্ত আপনি উক্ত কিতাবে মজা পাইতে পারেন না। অনুবাদ পাঠ করিলে কোরআনের প্রতি বহু জটিল প্রশ্ন উত্থিত হয়, ভাষায় রুচী না থাকিলে উহার জবাব আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। অনেক প্রকারের প্রশ্ন আরবী ব্যাকরণে অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে উত্থিত হয়। এই কারণে আরবী ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যাসমূহ শিক্ষা করারও প্রয়োজন রহিয়াছে; বরং কিঞ্চিৎ পরিমাণ তর্ক ও দর্শন শাস্ত্র শিখিবারও প্রয়োজন আছে। কেননা, কতক প্রশ্নের মীমাংসা এসমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারাই হইতে পারে। কোন কোন প্রশ্ন এমনও আছে যে, এসমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান ব্যতীত তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় নাই। ইহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে; কিন্তু নমুনা স্বরূপ আমি অল্প কয়েকটি প্রশ্নের আলোচনা করিতেছি। বিশেষ করিয়া এগুলি তালেবে এল্‌মদের প্রণিধানযোগ্য।

এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া বলিল: 'আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করিতে চাই। কিন্তু প্রথমে وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى আয়াতটির তরজমা বলিয়া দিন। তাঁহার উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারিয়া আয়াতটির তরজমা আমি এইরূপে করিলাম, "আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে অজ্ঞ পাইলেন অতঃপর জ্ঞানী করিয়া দিলেন।" এই তরজমা শ্রবণ করিয়া সে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি তাহাকে বলিলাম: 'এখন জিজ্ঞাসা কর। কি জিজ্ঞাসা করিতে চাও।' সে বলিল: 'আপনার এই তরজমার পরে আর সেই প্রশ্নের অবকাশ থাকে নাই।' আমি বলিলাম: 'তবে কি আপনি ধারণা করিয়াছিলেন, আমি এস্থলে ضَالّ শব্দের তরজমা "গোমরাহ্" অর্থাৎ "পথভ্রষ্ট" বলিব? এবং সেই অর্থও ভুল নহে, কিন্তু ভাষায় অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণেই ভুল বুঝাবুঝি হইয়া থাকে। কেননা, উর্দু ভাষায় 'গোমরাহ্' শব্দের অর্থ সত্য প্রকাশিত

www.BANGLAKITAB.com

হওয়া সত্ত্বেও উহাকে কবুল না করা। আর আরবী ভাষায় ضلال এবং ফার্সী ভাষায় گمراهی শব্দদ্বয়ে এই অর্থও আছে এবং উহারা অস্পষ্টতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ضال শব্দ পথ-ভ্রষ্ট অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং অজ্ঞ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

অনুবাদ পাঠকগণের মনে নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি এক প্রশ্ন উত্থিত হয় ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا "আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদিগকে মুসলমানদের উপর কোন পথ অর্থাৎ, বিজয় দিবেন না।" প্রশ্ন এই জাগে যে, আমরা তো বহুবার দেখিয়াছি যে, কাফেরেরা মুসলমানদের উপর জয়লাভ করিয়াছে। আলেমগণ ইহার নানা প্রকার উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু কোরআনের প্রকৃত রুচী এবং কোরআনের সহিত সম্পর্ক থাকিলে প্রত্যেকেই ইহা অবশ্য বুঝিতে পারিবে যে, আল্লার কালাম পূর্বাপর সম্পর্ক ও যোগ-সূত্রবিহীন নহে। মানুষ যখন কোরআনকে পূর্বাপর এক সূত্রে যুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তখন প্রত্যেক স্থলেই পূর্ব ও পরের বিষয়বস্তুর প্রতিও লক্ষ্য রাখিবে। এক্ষেত্রেও ঃ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا -এর পূর্ববর্তী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না করার কারণেই মানুষের মনে উপরোক্তরূপ প্রশ্নের উদ্ভব হইতেছে। অত্র আয়াতের এই হুকুমটি আখেরাতের সহিত নির্দিষ্ট। কেননা, ইহার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فالله يحكم بينكم يوم القيمة "আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন। অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে ফয়সালা হইয়া যাইবে যে, কাহারা সত্যের উপর ছিল এবং কাহারা অসত্যের উপরে ছিল। ইহার পরে বলিতেছেন ঃ

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

"এবং আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদিগকে মুসলমানদের উপর কখনই বিজয় দিবেন না।" অর্থাৎ সেই ফয়সালার সময় যাহা আখেরাতে হইবে। এখন আর কোন প্রশ্ন থাকে না।

কোন কোন সময় আরবী ভাষার শব্দগুলির রূপান্তর সম্বন্ধীয় জ্ঞান না থাকার কারণে প্রশ্ন উদ্ভব হইয়া থাকে। যেমন, এক সময়ে খবরের কাগজে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আমেরিকায় জনৈক ব্যক্তির দুইটি অন্তঃকরণ রহিয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া বলিল যে, ইহা তো কোরআনের উক্তির বিপরীত দেখা যাইতেছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ ما جعل الله لرجل قلبين "অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা কোন মানুষের মধ্যে দুইটি অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেন নাই।"

ইহার একটি উত্তর তো এই যে, সাংবাদিকদের সংবাদের কি বিশ্বাস ? কেহ উহার পেট ফাঁড়িয়া তো দেখে নাই যে, তাহার ভিতরে কয়টি অন্তঃকরণ আছে।

www.BANGLAKITAB.com

শুধু ধারণা এবং অনুমান করিয়াই তো বলিয়া দিয়াছে যে, এই লোকটির মধ্যে দুইটি অন্তঃকরণ আছে। অতএব, এখানে এমনও হইতে পারে যে, লোকটির হৃদয় খুব সবল হওয়ার কারণে উহাকে দুইটি হৃদয় বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে। এই জবাবটি দেওয়া হইল সন্দেহকারীর সন্দেহের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া। আর সন্দেহকারীর সন্দেহ স্বীকার করিয়া এই জবাব দেওয়া যাইতে পারে যে, কোরআনের এই আয়াতটিতে جعل ما শব্দটি অতীতকাল বাচক। ইহাতে আয়াতের অর্থ এই হয় যে, কোরআন নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত অতীতকালে আল্লাহ্ তা'আলা কোন মানুষের মধ্যে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই। ইহাতে কেমন করিয়া অনিবার্য হইয়া গেল যে, তিনি ভবিষ্যতেও কোন ব্যক্তির মধ্যে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করিবেন না? অতএব, যদি এই ঘটনা সঠিকও হইয়া থাকে, তবুও কোরআনের উপর কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

আর কোন কোন প্রশ্নের উত্তর ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা দেওয়া যায়। যেমন আমার নিকট এক 'মোল্লাজী' আসিয়া বলিলেন: "ওযুর মধ্যে পা ধোয়া ফরয হওয়ার দলিল কি? কোরআনে তো পা সম্বন্ধে মসহে করার নির্দেশ রহিয়াছে।" আমি বলিলাম: "কোরআনের এই নির্দেশ কোথায় আছে? তিনি বলিলেন: "শাহ্ আবদুল কাদের ছাহেবের তরজমা পড়িলে বুঝা যায়। অতঃপর তিনি সেই তরজমা-ওয়ালা কোরআন শরীফ আমার নিকট আনিয়া এই আয়াতটি দেখাইলেন:

فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم
وارجلكم الى الكعبين *

তরজমা এই লিখিত ছিল: "ধৌত কর তোমরা নিজেদের মুখমণ্ডলকে এবং হাতকে কনুই পর্যন্ত এবং মুছিয়া ফেল নিজেদের মস্তককে এবং পাকে টাখ্নু পর্যন্ত।"

শাহ্ ছাহেব এখানে উহ্য ক্রিয়াটিকে উল্লেখ করেন নাই এবং مسح শব্দের তরজমা প্রচলিত ভাষা অনুযায়ী করিয়া দিয়াছেন। অন্যথায় কোন কোন তরজমায় উহ্য ক্রিয়াটিকে উল্লেখ করিয়া এরূপ তরজমা করা হইয়াছে "এবং ধৌত কর নিজেদের পাসমূহকে টাখ্নু পর্যন্ত" এবং কোন কোন তরজমায় مسح শব্দের তরজমা 'মসহে' দ্বারাই করা হইয়াছে। অর্থাৎ, "মসহে কর নিজেদের মস্তকসমূহ" এই তরজমায় 'কো' অর্থাৎ, 'কো' শব্দটি উল্লেখ করা হয় নাই। সুতরাং এই তরজমা অনুযায়ী কোন প্রশ্নের উদ্ভব হয় না। কিন্তু শাহ্ ছাহেবের তরজমায় মোল্লাজীর এই সন্দেহ হইয়া ছিল যে, পাগুলিও মসহে করারই নির্দেশ আসিয়াছে।

আমি প্রশ্ন শুনিয়া অস্থির হইয়া পড়িলাম। কেননা, এই প্রশ্নের জবাব ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়ম জানার উপর নির্ভর করে। এখন যদি আমি তাহাকে ব্যাকরণের নিয়ম

www.BANGLAKITAB.com

অনুযায়ী উত্তর প্রদান করি, তবে তাহাকে সংযোজক অব্যয় এবং উহ্য ক্রিয়ার তথ্য বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হয়। কিন্তু তাহা তিনি বুঝিতেই পারিবেন না। অবশেষে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: 'ইহা যেই কালামের তরজমা আপনি কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, উহা আল্লাহ্‌র কালাম?' তিনি বলিলেন: 'আলেমদের মুখে শুনিয়াছি।' আমি বলিলাম: 'আফসুস! হয়ত তুমি আলেমদিগকে এত ঈমানদার মনে করিয়াছ যে, তাঁহারা যে কোন একটি আরবী এবারতকে 'কালামুল্লাহ্' বলিয়া দিলে তাহাদিগকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস কর কিংবা তাঁহাদিগকে এত বে-ঈমান মনে কর যে, তাঁহারা এখানে একটি ক্রিয়া (فعل) উহ্য আছে বলিলে মিথ্যাবাদী বল।' একথায় লোকটি নীরব হইয়া গেল। আমি বলিলাম: খবরদার তুমি আর কখনও কোরআনের তরজমা পাঠ করিও না। এরূপ জ্ঞানের লোকের পক্ষে কোরআনের তরজমা পড়া জায়েয নহে।

এইরূপ অনেক প্রশ্ন আছে যাহার জবাব আরবী ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যাসমূহের উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই আমি বলি, সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে নিজে নিজে তরজমা পড়া উচিত নহে; বরং আগ্রহ থাকিলে কোন আলেমের নিকট সবকে সবকে পড়িয়া লওয়া উচিত। ফলকথা, এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, এখানে ارجلكم শব্দের সংযোগ وجوهكم-এর সঙ্গে। যাহা হউক, ইহা তো তেমন কোন জটিল প্রশ্ন নহে। এস্থলে বড় প্রশ্ন এই যে, কোন কোন 'মুতাওয়াতের কেরা'তে وَاَرْجُلِكُمْ 'লাম' অক্ষর যেরের সহিত দেখা যায়। এমতাবস্থায় ইহার সংযোগ رُءُوْسِكُمْ-এর সহিত বুঝা যায় এবং মস্‌হে করার নির্দেশের অধীন হয়। কাজেই বুঝা যায়, মাথার ন্যায় পাও মস্‌হে করিতে হইবে। অলেমগণ ইহার উত্তর এই দিয়াছেন যে, এখানে اَرْجُلِكُمْ শব্দটি 'যের' বিশিষ্ট' رؤسكم শব্দের নিকটবর্তী এবং প্রতিবেশী বলিয়া উহাতেও 'যের' দেওয়া হইয়াছে। অন্যথায় প্রকৃত পক্ষে উহার সংযোগ فَاغْسِلُوْا ক্রিয়ার অধীনস্থ শব্দের সহিতই বটে। আর যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া হয় যে, ইহার সংযোগ وامسحوا ক্রিয়ার অধীনস্থ رُءُوْسِكُمْ শব্দের সহিত। তথাপি পা মস্‌হে করা অবধারিত হয় না। কেননা, প্রচলিত ভাষায় কোন কোন সময় দুই ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট দুইটি বস্তুকে সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে একই ক্রিয়ার অধীনে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হয়। যেমন, দাওয়াত করার সময় বলা হয় আমাদের বাড়ীতে কিছু দানা-পানি আহার করিবেন। অথচ পানি পানীয় বস্তু—খাদ্য বস্তু নহে। মূলকথা এইরূপ ছিল—"কিছু খাদ্য আহার করিবেন এবং পানি পান করিবেন।" কিন্তু সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে একটি ক্রিয়াকে লোপ করিয়া উভয় বস্তুকে একই ক্রিয়ার অধীনে উল্লেখ করা হয়। এইরূপে যদি কেহ

www.BANGLAKITAB.com

জিজ্ঞাসা করে, "দাওয়াতে কি কি খাইলে ?" তখন জবাবে বলা হয়, পোলাও, যর্দা, দুধ, দৈ, গোশ্ত খাইয়াছি। অথচ দুধ পানীয় বস্তু। এরূপ বলা উচিত ছিল, দুধ পান করিয়াছিলাম আর পোলাও, যর্দা, গোশ্ত ও দৈ খাইয়াছিলাম।

এতটুকু কথা যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন বুঝিয়া লউন যে, ارجلكم শব্দের সংযোগ যদি فامسحوا ক্রিয়ার অধীনস্থ শব্দের সহিতও মানিয়া লওয়া হয়, তথাপি অবধারিত হয় না যে, পাগুলি মসহে করারই নির্দেশ হইয়াছে ; বরং বলা যাইবে যে, رؤس (মাথা) এবং ارجل (পা)-এর সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার সহিত ছিল। সংক্ষেপ করার নিমিত্ত একটি ক্রিয়াকে লোপ করিয়া প্রকাশ্যে উভয় শব্দকে فامسحوا ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়া দেওয়া হইতেছে এবং অর্থ উহাই থাকিবে যে, মাথা মস্হে কর এবং পা ধৌত কর। আরবী ভাষায় ইহার নযীর علفتها تبنا وماء باردا "আমি উহাকে ঘাস এবং ঠাণ্ডা পানি খাওয়াইয়াছি।" আবার যদি পা সম্বন্ধে মসহে করার নির্দেশই মানিয়া লওয়া হয়, তথাপি কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কেননা, নিয়ম এই যে, দুই প্রকারের কেরাত দুইটি আয়াতের সদৃশ হইয়া থাকে। দুইটি আয়াত যেমন নিজ নিজ হুকুম স্বতন্ত্র ভাবে সাব্যস্ত করিয়া থাকে এবং উভয় হুকুম অনুযায়ীই অমল করা অবশ্য কর্তব্য হয়, তদ্রূপ দুই প্রকারের কেরা'তেরও প্রত্যেক কেরা'ত অনুযায়ী আমল করিতে হয়। সুতরাং যে কেরাতে ارجلكم শব্দের লাম অক্ষরে যের পড়া হয়, তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, পাগুলি মসহে করার নির্দেশ করা হইয়াছে। তবে পা যে ধুইতে হইবে না তাহা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না। কেননা, যে কেরা'তে ارجلكم শব্দের 'যবর' পড়া হয়, তাহা পা ধৌত করাকে অবধারিত করিতেছে। অতএব, উভয় প্রকার কেরাতের সমন্বয়ে একথা প্রমাণিত হয় যে, পায়ের মধ্যে ধৌত করা এবং মসহে করা উভয়বিধ নির্দেশই রহিয়াছে। তাহা এইরূপে পালন করা যায় যে 'লাম' অক্ষরে 'যেরের কেরা'ত মোজা পরিহিত অবস্থার জন্য প্রযোজ্য এবং 'যবরের' কেরা'ত মোজাবিহীন অবস্থায় প্রযোজ্য। অর্থাৎ মোজা পরিহিত থাকিলে পা মসহে করিতে পারে এবং মোজাবিহীন অবস্থায় পা ধুইতে হইবে ; এই ব্যাখ্যাও খুব উত্তম।

কাহারও প্রশ্নকালে আমার মনে আর একটি ব্যাখ্যা উদিত হইয়াছিল, তাহা এই যে, মসহে শব্দের অর্থ 'ঘষা' তাহা ধোয়ার সহিতই হউক কিংবা ধোয়া ব্যতীতই হউক। ধৌত করা তো 'যবরের' কেরা'ত ও হাদীসে-মোতাওয়াতের দ্বারা ফরয। আর 'যেরের কেরাত দ্বারা ঘষার নির্দেশ মুস্তাহাব হইয়াছে।" ইহার কারণ

www.BANGLAKITAB.com

এই যে, পায়ের চামড়া শক্ত ও খস্‌খসে হইয়া থাকে। সুতরাং স্বভাবতঃ শুধু পানি ঢালিয়া দেওয়া উহা ধৌত করার জন্য যথেষ্ট নহে। ঘষিলে ফাঁকে ফাঁকে পানি পৌঁছিয়া যায়। এবিষয়ে গুরুত্ব প্রদানের জন্যই ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ ওযুর পূর্বে পা ভিজাইয়া লওয়া এবং পরে ওযুর শেষে ধুইয়া ফেলা মুস্তাহাব বলিয়াছে। ফলকথা, আপনি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আরবী ব্যাকরণ পাঠ করার প্রয়োজন কতটুকু। কেননা, ইহার দ্বারাই অনেক প্রশ্নের সমাধান হইয়া যায়।

দেখুন, একজন প্রকৃতিবাদী তাফ্‌সীরকারক দাবী করিয়াছিল যে, কোরআন শরীফে 'গোলামী' সম্বন্ধীয় মাস্‌আলার কোন প্রমাণ নাই; বরং একটি আয়াত দ্বারা উহা নিষিদ্ধ বলিয়াই প্রমাণিত হয়। আয়াতটি এই ঃ

فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً উহার আগে জেহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, আল্লাহ্ বলেন ঃ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ "যখন তোমরা কাফেরদের সম্মুখীন হও, তখন তাহাদের গর্দান মার অর্থাৎ হত্যা কর।" এমন কি যখন তোমরা তাহাদিগকে বহু পরিমাণে হত্যা করিয়া লও, তখন তোমাদের দুই বিষয়ে অধিকার রহিয়াছে—হয়ত কোন বিনিময় গ্রহণ ব্যতীত ছাড়িয়া দাও, ইহা তাহাদের প্রতি এহ্‌সান, অথবা বিনিময় গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দাও। সেই নূতন তাফ্‌সীরকার ইহা হইতে এই দলিল গ্রহণ করিয়াছে যে, এই আয়াতে নির্দিষ্টরূপে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাতে নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় যে, তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ গোলাম বানাইয়া লওয়া জায়েয নহে।

এই বর্ণনা হইতে কোন একজন আলেমের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইল। অন্য একজন আলেম তাহাকে এই প্রশ্নের উত্তর মান্‌তেকের সাহায্যে এইরূপে দিয়াছিলেন যে, "প্রথমে আপনি বলুন, এই বাক্যটি কিরূপ বাক্য, হাম্‌লিয়া? না শরতিয়াহ্? শরতিয়া হইলে মুত্তাসালা? না মুনফাসালাহ্? মুনফাসালা হইলে মানেআতুল জাম্‌য়ে? না-মানেয়াতুল খুলু? বস্, এতটুকু কথাতেই তিনি সমস্ত প্রশ্নকে উলট-পালট করিয়া দিলেন। কেননা, এমতাবস্থায় উত্তরের সারাংশ এই দাঁড়ায় যে, এই বাক্যটি মানেআতুল জাম'য়েও হইতে পারে যাহার উদ্দেশ্য হয় উভয়টিকে একত্রিত করা নিষিদ্ধ। কিন্তু ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে,দুইটির কোনটিই না হউক এবং তৃতীয় কোন অবস্থা হউক। কেননা, 'মানেআতুল জাম্‌এর হুকুম ইহাই যে, উভয় বস্তুর সমাবেশ জায়েয নাই; কিন্তু উভয়টি না হওয়া জায়েয। যেমন দুর হইতে কোন একটি পদার্থ দেখিয়া আমরা বলিয়া থাকি। ইহা হয় গাছ অথবা মানুষ। ইহার অর্থ এই হয় যে, পদার্থটি একই সময়ে গাছও হয় এবং মানুষও হয়, ইহা অসম্ভব।

www.BANGLAKITAB.com

হাঁ, গাছও না হয় এবং মানুষও না হয়; বরং তৃতীয় কোন বস্তু গরু বা ঘোড়া ইত্যাদি হয় তাহা সম্ভব। এইরূপে এই আয়াতটির অর্থও ইহাই হয় যে, বিনিময় ব্যতীত ছাড়িয়া দেওয়া এবং বিনিময় লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া, একই সময়ে এই উভয়ের সমাবেশ সম্ভব নহে। অবশ্য উভয় বস্তু এক সঙ্গে না-ও হইতে পারে। অতএব, ইহাতে গোলামী নিষিদ্ধ কেমন করিয়া হইল? অতএব, দেখুন যে ব্যক্তি মানেআতুল জাম'এ এবং মানেয়াতুল খুলু-এর তত্ত্ব অবগত নহে, সে এই প্রশ্নের সমাধানও করিতে পারিবে না, এই জবাবও বুঝিতে পারিবে না।

এইরূপে আর একটি আয়াতে আর একটি প্রশ্ন উত্থিত হয়। আল্লাহ্ বলেন:

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ -

বাহ্য দৃষ্টিতে এই আয়াতে মানতেকের শাক্‌লে আউয়াল-এর অবস্থা মনে হইতেছে। আয়াতের তরজমা এই, "যদি আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের মধ্যে কিছু মঙ্গল বা হিত দেখিতে পাইতেন, তবে তাহাদিগকে ধর্মের কথা শুনাইয়া দিতেন, আর যদি তাহাদিগকে শুনাইতেন, তবে তাহারা প্রশ্ন উথাপনপূর্বক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত।" শাক্‌লে আউয়ালের নিয়মানুসারে ইহার 'নতীজা' অর্থাৎ ফল এই দাঁড়ায়: لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّتَوَلَّوْا অর্থাৎ, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মধ্যে ভাল দেখিতেন, তবে তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত।" অথচ এই নতীজা বা ফল সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা, যে অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মঙ্গল জানিতে পারিতেন তদবস্থায় তো তাহারা সত্য ধর্ম গ্রহণই করিত। এমতাবস্থায় তাহাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা কেমন করিয়া সম্ভব হইত? কেননা, তাহাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন তো মঙ্গলের সহিত অমঙ্গল। এই দুইটি কখনও একত্রিত হইতে পারে না। অন্যথায় ইহা অনিবার্য হইবে যে, তাহাদের মধ্যে মঙ্গলই নাই। তাহাতে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ভুল সাব্যস্ত হইয়া যায়, ইহা অসম্ভব।

এই সন্দেহের জবাব এই যে, আলোচ্য আয়াতের মধ্যে শাক্‌লে আউয়াল নহে। কেননা, শাক্‌লে আউয়ালের মধ্যে 'হদ্দে আওসাত্' অর্থাৎ, 'ছুগ্‌রা' বা প্রথম বাক্যের শেষের অংশ এবং 'কুব্‌রা অর্থাৎ দ্বিতীয় বাক্যের প্রথমাংশ একই শব্দ পুনরুক্ত হইয়া থাকে। অথচ এখানে হদ্দে আওসাত পুনরুক্ত নহে। প্রথম اسمعهم لا-এর উদ্দেশ্য তো এই: لَاَسْمَعَهُمْ فِيْ حَالَةِ عِلْمِ الْخَيْرِ فِيْهِمْ অর্থাৎ, তাহাদের মধ্যে মঙ্গল জানার অবস্থায় তাহাদিগকে ধর্মের কথা শুনাইয়া দিতেন। আর দ্বিতীয় لَوْ اَسْمَعَهُمْ-এর অর্থ— لَوْ اَسْمَعَهُمْ فِيْ حَالِ عَدَمِ عِلْمِ اللّٰهِ فِيْهِمْ خَيْرًا অর্থাৎ, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের

www.BANGLAKITAB.com

মধ্যে মঙ্গল না জানার অবস্থায় তাহাদিগকে ধর্মের কথা শুনাইতেন।" আয়াতের সারমর্ম এই হইল যে, যদি তাহাদের মধ্যে মঙ্গলের অস্তিত্ব জানিতে পারিতেন, তবে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে ধর্মের কথা শুনাইয়া দিতেন এবং তাহারা উহা কবুলও করিয়া লইত। আর এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন তাহাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নাই এবং সরাসরি ভাবে তাহাদিগকে ধর্মের কথা শুনাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শনই করিবে। এখন উক্ত প্রশ্নের সমাধান হইয়া গেল, ইহাতে আপনারা হয়ত বুঝিতে পারিয়াছেন যে, 'মান্‌তেক' অর্থাৎ, তর্ক-শাস্ত্রের প্রয়োজন আছে।

এইরূপে দর্শন-শাস্ত্রেরও প্রয়োজন আছে। কেননা, কোরআনে কোন কোন বিষয়বস্তু এমনও উল্লেখ আছে যাহার বাহ্যিক অর্থ যাহা বুঝা যায়, মূলে তাহা উদ্দেশ্য নহে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ - عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى - يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ -
فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ -

অর্থাৎ, কোন স্থানে বলা হইয়াছে ঃ "তুমি যে দিকে মুখ ফিরাও খোদার রোখ সে দিকেই আছে।" অন্যস্থানে বলিয়াছেন ঃ "খোদার উভয় হস্ত প্রসারিত।" আবার কোনখানে বলিয়াছেন ঃ "খোদা আরশে সোজা হইয়া বসিয়াছেন। আর এক স্থানে বলিয়াছেন ঃ "আসমানসমূহ আল্লাহ্‌র দক্ষিণ হস্তে জড়ান অবস্থায় থাকিবে।" এসমস্ত আয়াত দেখিয়া কোন কোন মূর্খের এরূপ সন্দেহ হইয়াছে যে, আমাদের ন্যায় আল্লাহরও হাত, পা, মুখ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আছে। কিন্তু দর্শন-শাস্ত্রের প্রমাণে জানা যাইবে, আল্লাহ্ তা'আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাল এবং স্থান হইতে পবিত্র। প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এসমস্ত বস্তু সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব। তবে আলঙ্কারিক ভাষায় অন্য কোন অর্থে সম্ভব হইতে পারে। ওলামায়ে কেরাম এসমস্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার শানের উপযোগী অর্থ বর্ণনাও করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন ওলামায়ে কেরাম এসমস্ত আয়াতে কোন নির্দিষ্ট বর্ণনা না করিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছেন। অতএব, দর্শন-শাস্ত্র দ্বারা জানা যাইবে যে, কোন্ কোন্ এবং কি জাতীয় গুণ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক এবং কোন্ কোন্ বিষয় হইতে তাঁহার পবিত্র থাকা আবশ্যক।

॥ হিতকর বিদ্যা ॥

এই কারণে অন্যান্য এল্‌মেরও প্রয়োজন আছে। সেই এল্‌মগুলি আরবী ভাষায় সঞ্চিত ও সঙ্কলিত রহিয়াছে। কাজেই আরবী ভাষা শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। আরবী ভাষায় বিভিন্ন প্রকারের এল্‌ম ব্যতীত শরীয়তের এল্‌ম পূর্ণরূপে হাছিল